একাদশ বর্ষ

প্রথম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

যুগ্ম সম্পাদক

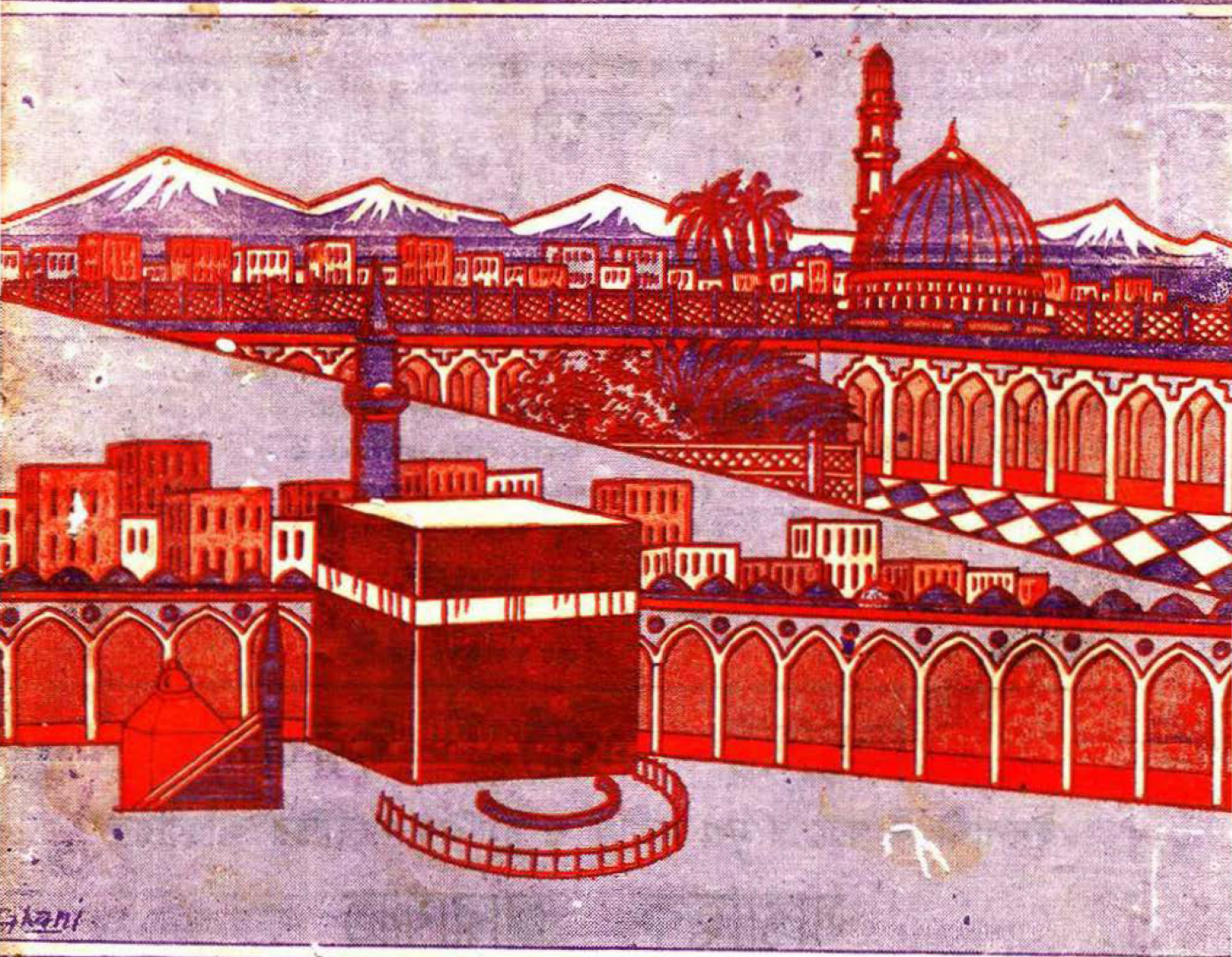

শেখ মোঃ আবদুর রহিম এম এ, বি এল, বি টি

আফতাব আহমদ রহমানী এম. এ.

এই
সংখ্যার মূল্য
৭০ পয়সা

বার্ষিক
মূল্য সডাক
৬.৫০

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

একাদশ বর্ষ—প্রথম সংখ্যা

ফাল্গুন—১৩৬৯ বাং　　　　ফেব্রুয়ারী—১৯৬৩ ইং

রামাযান—১৩৮২ হিঃ

বিষয়-সূচী

	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১।	আরবী উপক্রমিকা	(ভূমিকা)	আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ	১
২।	অনুবাদ	"	"	৩
৩।	কুরআনের বঙ্গানুবাদ ও তফসীর	(তফসীর)	শাইখ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি. টি হাদিস ফেওজ	৫
৪।	মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা	(হাদীস-অনুবাদ)	মুনতাছির আহমদ রহমানী	১৩
৫।	তাওহীদের ধর্ম ইসলাম	(প্রবন্ধ)	আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ	২১
৬।	রমযানে রূহানী তরক্কী	(প্রবন্ধ)	শাইখ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি-টি	২৬
৭।	হাফিয ইবন কাসীর (রহঃ)	(জীবনী)	আবুল কাছেম মুহাম্মদ হোসাইন বাসুদেবপুরী	২৮
৮।	রু'য়াত হিলাল	(মীমাংসা)	শাইখ আবদুর রহীম	৩৩
৯।	সাময়িক প্রসঙ্গ	(সম্পাদকীয়)		৩৯
১০।	জমঈয়তের প্রাপ্তি-স্বীকার		মোঃ আবদুল হক হক্কানী	৪৩

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহবায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

৬ষ্ঠ বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা : ৬'৫০ ষান্মাষিক : ৩'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত ৮৬নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা-২

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

এক দশ বর্ষ	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দ, রমাযান, ১৩৮২ হিঃ, মাঘ-ফাল্গুন, ১৩৬৯ বংগাব্দ	প্রথম সংখ্যা

প্রকাশ স্থল ঃ ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

فاتحة السنة الحادية عشرة

الحمد لله الذى اسبغ علينا النعمة، ورضى لنا الاسلام دينا وجعلنا خيرامة، وانزل الكتاب هدى للناس ورحمة، وبعث فى الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، والصلوة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الذى اصطفاه ربه على العالمين وابلغ فى وصفه حيث قال انك لعلى خلق عظيم . وانزل عليه القرآن المجيد، لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وهو افضل الخلق ذاتا وشمائل على الاطلاق، واكملهم عقلا وعلما وعملا بلا شقاق، به ختم الله النبيين فلا رسول ولانبى بعده، وايد شريعته فلا تنسخ حتى تقوم الساعة، وينجز الله وعده، والرحمة والتوفيق على اله الطيبين الطاهرين واصحابه المؤيدين الى يوم الدين .

اما بعده اعلموا ايها الابرار الكرام انه قدجرت سنة الله على انه اذا افلت شمس الاسلام فى ناحية طلعت من ناحية اخرى، فقد سقطت الاندلس فى يد الاسبان فطلعت شمس الاتراك فى الوقت عينه، ونكبت بغداد بغزوة التتار فعوضهم الله عنها بانتشار الاسلام فى الهند، وضاعت فلسطين من ايديهم فحرك ذلك العالم العربى فى سوريا والعراق ومصر واندونيسيا والشام للسعى على الاستقلال فى الحيوة، ولذلك نرجو ان نستطلع شمس جديدة على العالم الاسلامى فتكسيه عزة . ليصدق قول النبى صلى الله عليه وسلم لاتزل طائفةمن امتى ظاهرين الخ .

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ومن يصعب المسائل التي يهتم بها العالم الاسلامي اليوم هو السوال عن مستقبل، هل سينقل الاوربيون الى الاسلام او يكون المسلمون اوربيين ؟ هنا دين بلا علم وهناك علم بلا دين، ولا بد لهما ان يجتمعا ... الزمان، فان يتدين العلم تسرع أوربا الى مد يدها الى المشرق وان يتعلم الدين يسرع الشرق الى الغرب ، وهنا نتساءل عن سبيل تعليم الدين، فقد فكر بعض المسلمين كثيرا في ذلك فقالوا : لايجاد العلم بين المسلمين طريقة واحدة وهى العلم بين المسلمين بلغاتهم المختلفة كما نقل مسلموا العرب علوم السريان والكلدان وغيرها وكما فعل الافرلج انفسهم فى نقل علوم المسلمين ايام سلطان العرب، وفى ذلك قال المصلح الهندى السيد احمد خان وقد كان يطالب بنقل العلوم الاوربية الى اللغة الوطنية "لو استطعت لكتبت بحروف من نور على أعالى جبال الهمالية وجوب نقل العلوم الغربية الى اللغة الوطنية"

فلا سبيل الى ايجاد العلوم غربية كانت او اسلامية بين المسلمين فى ديارنا الا نقل تلك العلوم ... اللغة البنغالية ونشرها بواسطة الكتب والجرائد والمجلات، لكن الاسف ان اكثر الادباء فى ديارنا قد الهاهم التكاثر فى المال والجاه، فاشتغلوا بنشر المواد التى تشتهيها انفس العوام المرضى وتلذ اعينهم من المضامين الفاحشة البذيئة والتصاوير المنكرة المنهية فصاروا عبيدا لهواهم، وتركوا نشر ما يداويهم ويشفيهم، وصار الواعظ منا لايجتره ان يدعو الناس الى الهدى بالعزيمة الراسخة لضعف عزمهم واظنهم الفاسد ان المسلمين اذا كانوا متأخرين على هذا الشكل فكيف يدعون غيرهم الى الاسلام ؟ وفساد هذه القضية ناش من انهم يظنون ان سبب تأخرهم هو الدين وما دروا ان اليابانيين ارتقوا حتى حاذوا الغربيين ... بدينهم .

... الحمد ونشكر لله الذى وفق المجلة المسماة "بترجمان الحديث" على نقل العلوم الاسلامية الى اللغة البنغالية وتبليغ احكام الشريعة البيضاء الغراء النقية الى مسلمى بنغالة رافعة راية الايمان والصداقة، متجنبة عن تمثيل الاشكال وتصوير الصور المنهية، لم تاخذها فى الله لومة لائم، ولم تزل تدعو الناس باندى صوتها الى الاسلام ... ندامة ولا خجل ولا مداهنة ولا وجل، وقد مضت عليها عشر سنوات وهى سامية اعلام الكتاب والسنة محتجة بهما لصحة العقائد والعبادة والاخلاق، فهى اليوم بحمد الله قد دخلت فى السنة الحادية عشرة متوكلة على الله، فهو حسبى وحسبها وحسب جميع المسلمين، وهو نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير .

ها انا العبد الجانى

افتاب احمد الرحمانى

www.ahlehadeethbd.org

একাদশ বছর আরবী খোত্‌বার ভাবার্থ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সর্ববিধ প্রশংসার মালিক একমাত্র আল্লাহ যিনি আমাদের উপরে তাঁর নিয়ামত পুরোপুরী ঢেলে দিয়েছেন, ইসলামকে আমাদের জন্য দীন মনোনীত করে সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরকে শ্রেষ্ঠতম জাতি করে গড়ে তুলেছেন। তিনি তাঁর "আল্-কিতাব" মানব জাতির জন্য পথ-প্রদর্শক ও রহমত স্বরূপ অবতীর্ণ করেছেন। তিনি নিরক্ষরদের মাঝে তাদেরই মধ্য হতে একজনকে রসূল করেছেন—যে রসূল উক্ত কিতাবের আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনান, তাদেরকে পূত পবিত্র করে তোলেন এবং তাদেরকে আল-কিতাব ও সুন্নাহর তালিম দেন। আর দরূদ ও সালাম নাযিল হোক আমাদের নেতা, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফার উপরে যাঁকে তাঁর প্রভু তামাম জাহানের মধ্য হইতে বাছাই করে নিয়েছেন এবং যাঁর চরম সুখ্যাতি ক'রে বলেছেন, "তুমি শ্রেষ্ঠতম চরিত্রের অধিকারী।" আল্লাহ সেই মহাপুরুষের প্রতি নাযিল করেছেন সম্মানিত কিতাব আল-কুরআন—যাকে অগ্র-পশ্চাৎ কোন দিক হতেই "বাতিল" স্পর্শ করতে পারে না। তা হবে কি করে? এ যে সর্বজন প্রশংসিত, চরম সুবিবেচক, পরম জ্ঞানীর তরফ থেকে নাযেল হওয়া। ঐ মহাপুরুষ ব্যক্তিত্বে ও চরিত্র মাধুর্যে নিঃসন্দেহে সৃষ্টির সেরা এবং জ্ঞান, বিদ্যা ও কর্মে তর্কাতীত ভাবে সবার শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ পাক সেই মহাপুরুষ দ্বারা নবুওতের সেলসেলায় শীল-মোহর মেরে দিয়েছেন। অতএব তাঁর পরে আর কোন নবী বা রসূল হবেন না। আল্লাহ পাক সেই মহাপুরুষের শরীয়তকে সুদৃঢ় করেছেন—অতএব ক্বিয়ামত পর্যন্ত তা আর মনসুখ হবেনা। পরাক্রমশালী আল্লাহ নিজ ওয়াদা পূর্ণ করবেনই। এবং রহমত ও তওফীক ঐ মহাপুরুষের পূত-পবিত্র বংশধর এবং তাঁর সহায়তাকারী সাহাবীগণের প্রতি ক্বেয়ামত পর্যন্ত হতে থাকুক।

অনন্তর, সম্মানার্হ ভদ্রমণ্ডলী জেনে রাখুন, আল্লাহ তাআলার শাশ্বত বিধানে এ কথাই পরিদৃষ্ট হয় যে, যখনই ইসলামের রবি পৃথিবীর এক ভূখণ্ডে অস্তমিত হয় তখনই উহাকে আর এক খণ্ডে উদিত হতে দেখা যায়। স্পেনের হাতে আন্দালুসিয়ার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তুর্কীস্তানে ইসলামের রবি ঝলমল করে উদিত হ'ল। তাতারীদের আক্রমণে বাগদাদ বিধ্বস্ত হওয়ার পর আল্লাহ পাক উহার পরিবর্তে ভারতে ইসলামকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করেন। মুসলমানদের হাত হতে প্যালেষ্টাইন যখন চলে গেল তখন তার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় গোটা আরব জগতে—সিরিয়া, ইরাক, মিসর, ইন্দোনেশিয়া—সবাই ধাবিত হয় স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে। আল্লাহর যখন বিধান এই তখন আমরা আশা করি যে, অচিরে ইসলাম জগতে আবার নব-সূর্যের উদয় হয়ে ইসলামকে সম্মানের বস্ত্রে আচ্ছাদিত করবে এবং নবী স:-র হাদীস 'আমার উম্মত মধ্যে একটী দল কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের ধ্বজাবাহীরূপে গালিব থাকবে'—সার্থক হবে।

বর্তমানে ইসলাম-জগত যে সমস্যাগুলির সম্মুখীন হয়েছে তন্মধ্যে সবচেয়ে কঠিনতম সমস্যা হল এই যে, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ দাঁড়াবে কোন্ পর্যায়ে? ইউরোপের অধিবাসীরা ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করবে, না মুসলমানেরা ইউরোপীয়ানদের দীক্ষায় দীক্ষিত হবে? প্রাচ্যে ধর্ম আছে বটে কিন্তু বিদ্যা নাই; আর পাশ্চাত্যে বিদ্যা আছে বটে, কিন্তু ধর্ম নেই। তবে একথা সত্য যে কালের চক্রে একদিন-না-একদিন বিদ্যা আর ধর্মকে একত্র হতেই হবে। অতএব বিদ্যা যদি ধর্মের রঙে রঞ্জিত হয় তা হলে ইউরোপ তার নাগালে যতদূর পারবে প্রাচ্যের দিকে ধাবিত হবে। আর ধর্ম যদি বিদ্যাকে করায়ত্ত করতে চায় তা হলে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের দিকে ধাবিত হবে।

এখন কথা হল এই যে, আমরা প্রাচ্যের ধর্মের সাথে কি করে পাশ্চাত্যের বিদ্যার সমন্বয় করব? এ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে অনেক চিন্তাবিদ মুসলমান গবেষণা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ক... ...রা বলেছেন যে, মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যা-প্রসারের একটি মাত্র উপায় আছে—তা হল বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডার মুসলমানদের জন্য তাদের স্ব স্ব ভাষায় ঐ ভাবে ভাষান্তরিত করা যে ভাবে আরবের মুসলমানেরা গ্রীক এবং কলডিয়ার জ্ঞান-ভাণ্ডারকে আরবীতে ভাষান্তরিত করেছিল এবং ইউরোপের অধিবাসীরা যেমন মুসলমানদের স্বর্ণ যুগের জ্ঞান-ভাণ্ডার নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করে নিয়েছিল। স্যার সৈয়দ আহমদ ইউরোপের জ্ঞান-ভাণ্ডার নিজের জা...য় ভাষায় অনুদিত করার জন্য আহ্বান জানাতে গিয়ে বলেছিলেন, "আমার যদি দক্ষতা থাকত তা হলে আমি নূরের অক্ষর দিয়ে হিমালয়ের উচ্চ পর্বত শৃঙ্গে এ কথাই লিখতাম যে, পাশ্চাত্যের জ্ঞান-ভাণ্ডার নিজের মাতৃভাষায় নকল করে নেওয়া ওয়াজেব।"

আমাদের দেশে মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যানুশীলণের প্রসারের জন্য—তা সে ইসলামী শিক্ষাই হোক আর পাশ্চাত্য শিক্ষাই হোক—উক্ত জ্ঞান ভাণ্ডারকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে বই-পুস্তক পত্র-পত্রিকা, ও খবরের কাগজ মারফত উহা জন-সাধারণে প্রচার করা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। দুঃখের সহিত বলতে হচ্ছে যে আমাদের দেশে বর্তমানে অধিকাংশ সাহিত্যিকই ধন-দওলৎ ও খ্যাতির মোহে বিভোর হয়ে এমন সব অশ্লীল বিষয়বস্তু নিয়ে প্রবন্ধাদি রচনায় ও প্রকা...শগুল হয়েছে এবং পত্র-পত্রিকাগুলি এমন সব শরীয়ত-গর্হিত ছবি প্রচারে মেতে উঠেছে যা কেবলমাত্র পীড়াগ্রস্ত জনসাধারণের মনে ধরে এবং তাদের চোখে মনোরম লাগে। ফলে তারা তাদের প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হয়েছে এবং রুগ্ন জনসাধারণের যাতে চিকিৎসা হ'তে পারে এবং তারা যাতে আরোগ্য লাভ করতে পারে তা প্রচার করা তারা পরিত্যাগ করে বসেছে। আর মুসলিমদের নসীহতকারী ওয়ায়েয এমন হয়ে পড়েছে যে, তারা নিজেদের মানসিক দুর্বলতার কারণে এবং এক ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে লোকদেরে সুপথের দিকে আহ্বান জানাবার সাহস হারিয়ে ফেলেছে। তাদের ভ্রান্ত ধারণাটি এই, মুসলমান হওয়ার কারণেই ... আমরা এতদূর পিছনে পড়ে গেছি তখন আর অন্য জাতীকে কেমন করে ইসলামের দাওয়াত দিব? কিন্তু তাঁদের স্মরণ রাখা উচিত যে, মুসলমানদের বর্তমান পশ্চাদপদ থাকার জন্য তাদের দীন দায়ী নয়। তারা কি জানেনা যে জাপানীরা নিজ ধর্মে গোড়া থাকা সত্ত্বেও উন্নতি করতে করতে পাশ্চাত্যের মোকাবিলা করতে আরম্ভ করেছে।

সব হাম্‌দ ও শুকুর আল্লাহর প্রাপ্য যিনি মাসিক পত্রিকা "তর্জুমানুল হাদীস"কে ই...র জ্ঞান-ভাণ্ডার বাংলা ভাষায় ভাষান্তরিত করার এবং দীপ্তিমান উজ্বল ও পরিচ্ছন্ন শরীয়তের আহকাম ... মুসলমানদের ঘরে ঘরে পৌঁছিয়ে দেওয়ার তওফীক দান করেছেন। ঈমান ও সত্যতার ঝাণ্ডা উঁচু করে, চিত্রাঙ্কন ও নিষিদ্ধ ছবির মুদ্রণ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে তার খেদমত আনজাম দিয়ে চলে যাচ্ছে। দীনের কাজে নিন্দুকের নিন্দা চর্চা কোন দিন তাকে স্পর্শ করতে পারে নি। সে লজ্জা ও সঙ্কোচ পরিত্যাগ করে, এবং দীনদারী ব্যাপারে আপোষ-রফা ও ভয়ভীতিকে বর্জন করে মানব-সমাজকে ইসলামের উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে চলেছে।

তার মাথার উপর দিয়ে দীর্ঘ দশটী বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। সে বরাবরই আল-কিতাব ও সুন্নাহর পতাকা উন্নীত করে ধরে আছে; আকীদা, ইবাদত ও চরিত্র গঠন প্রভৃতি সকল ব্যাপারে সব সময় সে মাত্র দুটো জিনিসকে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করে রেখেছে—কুরআন ও সুন্নাহ। আল্লাহর মর্জী আজ সে একাদশ বছরে পদার্পণ করেছে। তার নির্ভর একমাত্র আল্লাহর উপরে। একমাত্র আল্লাহই আমার, এ পত্রিকার এবং তামাম মুসলিমদের জন্য যথেষ্ট। তিনি কত মহান ভরসা—কত মহান প্রভু ও কত মহান মদদগার।

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

একাদশ বর্ষ	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ, রমাযান, ১৩৮২ হিঃ, মাঘ-ফাল্গুন, ১৩৬৯ বংগাব্দ	প্রথম সংখ্যা

প্রকাশ মহল ঃ ৮৬ নং কাযীআলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা।

শাইখ আবদুর রহীম এম, এ, বি এল বি, টি, ফারিগ-দেওবন্দ

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤٢ سيقول السفهاء من الناس ماولهم عن
قبلتهم التى كانوا عليها، قل لله المشرق
والمغرب، يهدى من يشاء الى صراط مستقيم

১৪২ লোকদের মধ্যে যাহারা অবুঝ তাহারা শীঘ্রই বলিবে, "যে কিবলাকে উহারা ধরিয়া রহিয়াছিল তাহাদের সেই কিবলা হইতে তাহাদিগকে কোন্ জিনিষ ফিরাইয়া দিল ?" [হে নবী] বলিয়া দিন, "পূর্ব ও পশ্চিম (তথা সকল স্থান ও সকল দিকই] আল্লার। তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে ন্যায় পথে চালিত

www.ahlehadeethbd.org

১৪৩ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا
لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب

করেন।[১৬১]

১৪৩ এবং আমি [যেমন স্থান বিশেষকে কিবলা নির্ধারিত করিয়া উহাকে মর্যাদা দান করিলাম] সেইরূপই তোমাদিগকে মধ্যপন্থী শ্রেষ্ঠ জাতি করিলাম, যাহাতে তোমরা [কিয়ামত দিবসে] তামাম লোক সম্বন্ধে সাক্ষী হইতে পার এবং এই রসূল তোমাদের সম্পর্কে সাক্ষী হইতে পারেন।[১৬২] আর আপনি ইতিপূর্বে যে কিবলার উপরে ছিলেন উহাকে আমি এই জন্যই কিবলা

১৬১ এই স্বরার ১১৫ম আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ১২৬ম টীকায় কিবলা সম্পর্কে কিছু বলা হইয়াছে। এখানে আরও কিছু বলা হইতেছে।

যাহার দিকে মুখ করিয়া নমায পড়া হয় তাহাকে ইসলামী পরিভাষায় কিব্‌লা বলা হয়। রস্থলুল্লাহ সঃ মদীনা পৌঁছিবার পরে আল্লাহ-তা'আলার নির্দেশক্রমে তিনি ও মুসলিমগণ মদীনার উত্তরে অবস্থিত বইতুল-মক্‌দিসের দিকে মুখ করিয়া নমায পড়িতে শুরু করেন। রবী'উল-আওওল মাস হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী বৎসরের ১৫ই রজব পর্যন্ত ১৬।১৭ মাস ধরিয়া তাঁহারা বইতুল-মক্‌দিসের দিকে মুখ করিয়া নমায পড়িতে থাকেন। তারপর, আল্লাহ-'তাআলা তাঁহাদিগকে মদীনার দক্ষিণে অবস্থিত কা'বা-ঘরের দিকে মুখ করিয়া নমায পড়িতে হুকম করেন। এই প্রসঙ্গে অমুসলিমগণ ইসলামের বিরুদ্ধে যে মন্তব্য ও সমালোচনা করিতে থাকে উহা এবং উহার যুক্তিপূর্ণ উত্তর আল্লাহ-তা'আলা এই আয়াতে এবং ইহার পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে দিয়াছেন। এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, সকল স্থান ও সকল দিক আল্লাহ-তা'আলার সমানভাবে মখলুক বলিয়া সবই তাঁহার নিকটে সমান। তারপর, আল্লাহ-তা'আলা যেহেতু যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও ক্ষমতাবান। কাজেই তিনি যদি স্থানবিশেষ বা দিকবিশেষ হইতে মর্যাদাবিশেষ অপসারিত করিয়া অপর কোন স্থান বা দিককে ঐ মর্যাদা দান করেন তবে তাহাতে কাহারও পক্ষে কোন প্রকার আপত্তি করিবার কোন অধিকার থাকিতে পারে না।

১৬২ আবু স'ঈদ রাঃ বলেন, রস্থলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন: কিয়ামত দিবসে নূহকে ও তাঁহার উম্মতকে [বিচার-স্থলে] হাযির করা হইলে নূহকে বলা হইবে, "আপনি কি এই লোকদেরে [আল্লাহর] হুকম পৌঁছাইয়াছিলেন?" তিনি বলিবেন, "হাঁ; হে আমার রব্ব!" তখন তাঁহার উম্মতকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, "ইনি কি তোমাদের নিকটে [আল্লার হুকম] পৌঁছাইয়াছিলেন?" তাহারা বলিবে, "আমাদের নিকটে কোন সতর্ককারী আসে নাই।" তখন নূহকে বলা হইবে, "আপনার পক্ষে কে সাক্ষ্য দিবে?" তিনি বলিবেন, "মুহাম্মদ ও তাঁহার উম্মত।" রস্থলুল্লাহ সঃ বলেন, তখন তোমাদিগকে উপস্থিত করা হইবে; এবং তোমরা সাক্ষ্য দিবে। তারপর হযরত সঃ এই আয়াত অংশ পাঠ করিয়া শুনান,

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا .

ইমাম বুখারী এইরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। কিন্তু ইমাম ইব্‌ন-মাজা এই হাদীসটিই অধিকতর বিস্তারিত ভাবে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। উহার তরজমা এই:

"আবূ স'ঈদ রাঃ বলেন, রস্থলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, [কিয়ামত দিবসে আল্লাহ সমীপে] কোন নবী আসিবেন যাঁহার সঙ্গে মাত্র দুইজন অনুসরণকারী থাকিবে।

www.ahlehadeethbd.org

على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على
الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم
ان الله بالناس لرءوف رحيم

নির্দ্ধারিত করিয়াছিলাম যাহাতে আমি প্রকাশ করিয়া দিতে পারি যে, কোন্ ব্যক্তি বাস্তবিকই রসূলের অনুসরণ করিতেছে এবং কোন্ ব্যক্তি গোড়ালীর ভরে বিপরীত দিকে ফিরিয়া যাইতেছে।[১৬৩] এবং আল্লাহ যাহাদিগকে পথে রাখিয়াছেন তাহারা ব্যতীত অপর সকলের পক্ষেই ইহা বাস্তবিকই একটি গুরুতর ব্যাপার হইয়াছিল। আর আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তোমাদের ঈমান নষ্ট করিবেন।[১৬৪] নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি কোমল ও সদয়।

আবার কোন নবী আসিবেন যাহার সঙ্গে তিন জন অথবা তিন জনের বেশী অনুসরণকারী থাকিবে। প্রত্যেক নবীকে বলা হইবে "আপনি কি [আপনার কওমকে আল্লার হুকম] পৌঁছাইয়াছিলেন?" তিনি বলিবেন, "হাঁ।" তখন তাঁহার কওমকে ডাকা হইবে এবং বলা হইবে, "ইনি কি তোমাদিগকে [আল্লার হুকম] পৌঁছাইয়াছিলেন?" তাহারা বলিবে, "না।" তখন নবীকে বলা হইবে, "আপনার পক্ষে কে সাক্ষ্য দিবে?" তিনি বলিবেন, "মুহম্মদ ও তাঁহার উম্মত।" তখন মুহম্মদের উম্মতকে ডাকা হইবে এবং তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, "এই পয়গম্বর কি তাঁহার উম্মতের নিকটে [আল্লার হুকম] পৌঁছাইয়াছিলেন?" তাহারা বলিবে, "হাঁ"। তাহাদিগকে বলা হইবে, "তোমরা কেমন করিয়া ইহা জানিলে?" তাহারা বলিবে, "আমাদের নবী আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন যে, পয়গম্বরগণ নিজ নিজ উম্মতের নিকটে [আল্লাহ তা'আলার হুকম পৌঁছাইয়াছিলেন। অনন্তর আমরা ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম।" নবী সঃ বলেন, "ইহাই হইতেছে আল্লাহ তা'আলার এই কালামের তাৎপর্য ঃ—

"وكذلك جعلناكم ....."

১৬৩ আরবের মুশরিকগণ কা'বা-ঘরের হজ্জ করিত এবং কা'বা-ঘরকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পীঠস্থান বলিয়া বিশ্বাস রাখিত। এই কারণে ইসলামে বইতুল-মক্‌দিসকে কিবলা নির্ধারিত করা হইলে, যে সকল মুশরিক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে যাহারা নামে মাত্র ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের অন্তরে অসন্তোষ ও ক্ষোভ দেখা দেওয়ার ফলে তাহারা ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠে। আবার আহ্‌ল-কিতাব য়াহুদ ও নাসারা বইতুল মকদিসকে সর্বশ্রেষ্ঠ পীঠস্থান বলিয়া মান্য করিত। কাজেই ইসলাম বইতুল মকদিসকে কিবলা পরিত্যাগ করতঃ কা'বা-ঘরকে কিবলা নির্ধারিত করিলে, যে সকল আহ্‌ল-কিতাব ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে যাহারা প্রকৃতভাবে ইসলাম কবুল করে নাই তাহাদের অন্তরে অসন্তোষ ও ক্ষোভ দেখা দেয় এবং তাহার ফলে, তাহারা বাহ্যতঃ ইসলাম পরিত্যাগ না করিলেও ইসলামের প্রতি শত্রুতা পোষণ করিতে থাকে। কিন্তু যে সকল মুশরিক ও যে সকল আহ্‌ল কিতাব প্রকৃতই ইসলাম গ্রহণ করতঃ আল্লার হুকমের সামনে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়াছিল, তাহাদের অন্তর কিবলা পরিবর্তনকে সর্বান্তঃকরণে মানিয়া লইয়াছিল। এই ভাবে আল্লাহ তা'আলা কিবলা পরিবর্তনের মাধ্যমে খাঁটি মুসলিম ও ভুয়া মুসলিম পৃথক করিয়া দেন।

১৬৪ কাহারও ঈমান নষ্ট করা কিবলা পরিবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল না; বরং খাঁটি ঈমান পরীক্ষা করাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল।

ইমাম বুখারী রিওয়াত করেন যে, সাহাবী

www.ahlehadeethbd.org

১৪৪ قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضها فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وان الذين اوتوا الكتب ليعلمون انه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون ۔

[হে নবী মুহাম্মদ কা'বাঘরের কিবলা নির্ধারিত হওয়ার হুকম নাযিল হইবার প্রতীক্ষায়] আকাশ-পানে আপনার মুখমণ্ডল উত্তোলন আমি নিশ্চয় দেখিতেছি। ফলে, আপনি যে কিব্‌লা পসন্দ করেন তাহার দিকে আমি আপনাকে অবশ্যই ফিরাইব। আচ্ছা, আপনি মস্‌জিদুল-হারামের দিকে আপনার মুখমণ্ডল ফিরান। এবং [হে মুসলিমগণ,] তোমরা যেখানেই থাক তোমাদের মুখমণ্ডল ঐ দিকে ফিরাইও। আর যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহারা নিশ্চিতভাবে জানে যে, ইহা তাহাদের রব্বের তরফ হইতে আগত বাস্তব সত্য; ১৬৫ এবং তাহারা যাহা কিছু করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ অমনোযোগী নন।

১৪৫ ولئن اتيت الذين اوتوا الكتب بكل اية ما تبعوا قبلتك، وما انت بتابع

১৪৫ [হে নবী,] আর যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগকে আপনি যদি [সম্ভাব্য] প্রত্যেক প্রকার যুক্তিও দেন তবুও তাহারা আপনার কিবলা অনুসরণ করিবে না,

বরা রাঃ এই আয়াত অংশের আর এক প্রকার ব্যাখ্যা করেন। ঐ ব্যাখ্যায় ঈমানের অর্থ নমায ধরা হয় এবং তখন তাৎপর্য এই দাঁড়ায়ঃ— বইতুল মকদিসকে কিবলা করিয়া নমায পড়িবার যমানায় যে সকল মুসলিম ইন্তিকাল করেন বা শহীদ হন তাঁহাদের ঐ নমায আল্লাহ নিষ্ফল করিবেন না। আল্লাহ-তা'আলা তাঁহাদিগকে ঐ প্রকার নমাযের পূর্ণ বদলা ও সওাব দিবেন।

১৬৫ এখানে কিব্‌লা পরিবর্তনের যথার্থতা সম্বন্ধে আর একটি যুক্তি দেওয়া হইয়াছে। বলা হইতেছে যে, য়াহুদ-নাসারা 'আলিমগণ নিশ্চিতভাবে জানে যে, এই কিবলা-পরিবর্তন ব্যাপারটি যথার্থ ও বাস্তব সত্য। তাহারা ইহার যথার্থতা উপলব্ধি করা সত্ত্বেও কেবলমাত্র নিজেদের পার্থিব আয় ও সম্মান বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে এবং জিদের বশবর্তী হইয়া কিবলা পরিবর্তনের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতেছে।

য়াহুদ-নাসারা 'আলিমদের পক্ষে কিবলা-পরিবর্তনের যথার্থতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ একাধিক ভাবে সম্ভব হইয়াছিল। প্রথমতঃ তাহারা তাহাদের কিতাবে যাহা পড়িয়াছিল তাহা হইতে তাহারা নিশ্চিতভাবে বুঝিয়াছিল যে, হযরত মুহাম্মদ সঃ শেষ নবী এবং তাহারা ইহাও বুঝিয়াছিল যে, নবী হিসাবে তিনি যাহা কিছু বলেন বা করেন তাহার যথার্থতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, তাহারা তাহাদের কিতাবে শেষ নবী ও তাঁহার কিবলা সম্বন্ধে যাহা পাইয়াছিল তাহা হইতে তাহারা নিশ্চিতভাবে জানিতে পারিয়াছিল যে, শেষ নবী দুই কিবলার দিকে মুখ করিয়া নমায পড়িবেন।

তৃতীয়তঃ, তাহারা বেশ জানিত যে, কা'বা-ঘর তাহাদের সকলের আদি পিতা হযরত ইবরাহীম আঃ-র কিবলা ছিল। কাজেই ঐ কা'বা-ঘর শেষ নবীর জন্য কিবলা নির্ধারিত হওয়া কোনক্রমেই অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত হইতে পারে না।

www.ahlehadeethbd.org

قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض
ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك
من العلم انك اذا لمن الظلمين ○
١٤٦ الذين اتينهم الكتب يعرفونه
كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم
ليكتمون الحق وهم يعلمون ○
١٤٧ الحق من ربك فلا تكونن

এবং আপনি তো তাহাদের কিবলার অনুসরণকারী হইবেনই না; আর তাহারা নিজেরাও একে অপরের কিবলার অনুসরণকারী হইবার পাত্র নয়। [১৬৬] এবং আপনার নিকটে যথার্থ জ্ঞান আসিবার পরে আপনি যদি তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন তবে, সে ক্ষেত্রে আপনি নিশ্চয় অনাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িবেন।[১৬৭]

১৪৬ আমি যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছি তাহারা নিজ পুত্রদেরে যেমন চিনে তাঁহাকে সেইরূপ চিনে; [১৬৮] এবং এবং নিশ্চয় তাহাদের একদল যথার্থ বিষয় জানিয়াও উহা গোপন করিয়া থাকে।

১৪৭ [হে নবী,] আপনার রবের তরফ হইতে যাহাই আসে তাহাই সত্য। অতএব আপনি [একদল আহ্‌ল-কিতাব 'আলিমের সত্য-গোপন,

---

১৬৬ য়াহুদ ও নাসারা উভয় জাতিই বইতুল-মকদিসকে কিবলা মানিলেও উভয় জাতির ভিন্ন ভিন্ন কিবলাস্থল ছিল। য়াহুদী জাতি جانب غربی পশ্চিম ভাগকে কিবলা মানিত; কিন্তু খৃষ্টান জাতি مكان شرقی বা পূর্বস্থিত স্থানবিশেষকে কিবলা মানিত। এই কারণে, আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তাহাদের কোন দলই নিজেদের কিবলা ত্যাগ করিয়া অপর দলের কিবলা অনুসরণ করিবে না।

১৬৭ এই আয়াতে কিবলা পরিবর্তনের যথার্থতা সম্বন্ধে তৃতীয় যুক্তির দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তাহা এই :—আল্লাহ তা'আলা কিবলা পরিবর্তনের জ্ঞানকে যথার্থ জ্ঞান আখ্যা দিয়া কিবলা পরিবর্তনকে যথার্থ সত্য বলিয়াই ঘোষণা করিয়াছেন।

১৬৮ য়াহুদ ও খৃষ্টান 'আলিমদের পক্ষে হযরত মুহাম্মদ সঃ-র পয়গম্বরী সম্বন্ধে অবহিত হইবার প্রধান উৎসগুলি এই ছিল :—

(ক) তাহারা ইহা জানিত যে, কোন ধার্মিক ব্যক্তি যদি নিজেকে পয়গম্বর বলিয়া দাবী করে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা যদি তাঁহার দ্বারা অলৌকিক ঘটনা সম্পাদন করাইয়া তাঁহার সহায়তা করেন তবে ঐ ব্যক্তিকে প্রকৃতই পয়গম্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। এই সূত্রে তাহারা হযরত মুহাম্মদ সঃ-কে পয়গম্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য ছিল।

(খ) য়াহুদী 'আলিমগণ জানিত যে মদীনায় বা য়ামানে বা ঐ প্রকার খর্জুর বৃক্ষবহুল কোন জনপদে শেষ নবীর আবির্ভাব হইবে। এই কারণে য়াহুদীদের কয়েকটি গোত্র তাহাদের আদি বাসভূমি ত্যাগ করিয়া এই আশায় মদীনার স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছিল যে, তাহাদের বংশে যেন ঐ নবীর জন্ম হয়।

(গ) খৃষ্টান 'আলিমগণ জানিত যে, তাহাদের নবী হযরত ঈসা 'আঃ নিজ উম্মতকে এই কথা জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার পরে আহমদ নামে একজন নবী হইবেন। তাঁহার আবির্ভাব হইলে তাহারা যেন তাঁহারই অনুসরণ করে।

www.ahlehadeethbd.org

مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۔

আপনার নিকটে ধ্রুব 'ইল্মের আগমন, ও কা'বা-ঘরকে কিব্‌লা-নির্ধারণ এই গুলির কোনটিও সম্বন্ধে] সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবেন না।

١٤٨ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۔

১৪৮ ['ইবাদতকালে] মুখমণ্ডল নিবদ্ধ রাখিবার জন্য প্রত্যেক কওমের একটি বিশিষ্ট দিক ও বিশিষ্ট রীতি রহিয়াছে—তাহারা সেই দিকে সেই ভাবে মুখমণ্ডল নিবদ্ধ রাখে।[১৬৯] অতএব, [হে মুমিনগণ,] তোমরা মঙ্গলসমূহের দিকে ধাবিত হও। তোমরা যেখানেই থাক আল্লাহ তোমাদিগকে সমবেতভাবে উপস্থিত করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান।

١٤٩ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۔

১৪৯ [হে নবী,] আপনি যেখান হইতেই বাহির [হইয়া যেখানেই উপস্থিত] হন, আপনার মুখমণ্ডল মসজিদুল-হারামের দিকে ফিরান। এবং নিশ্চয় ইহা আপনার রবের নিকট হইতে বাস্তবিকই যথার্থ ব্যাপার। এবং [হে মুমিনগণ,] তোমরা যাহা কিছু কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ অমনোযোগী নহেন।

---

১৬৯ এই আয়াত-অংশে هو সর্বনাম পদটিকে كل শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত ধরিয়া তরজমা করা হইল। তাৎপর্য এই হইল যে, প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর কোন না কোন কিবলা আছে,—সে কিবলা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুসারেই নির্ধারিত হইয়া থাকুক অথবা তাহাদের ইচ্ছামতই হইয়া থাকুক—এবং প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ কিবলার দিকে মুখ করিয়াই তুষ্ট থাকে। হে মুমিনগণ, তোমাদের জন্য কা'বা-ঘরকে আল্লাহ তা'আলা কিবলা নির্ধারিত করিলেন বলিয়া ইহা মঙ্গলসমূহে পরিপূর্ণ। অতএব তোমরা কা'বা-ঘরকে কিবলা মানিয়া লইয়া মঙ্গলসমূহ আহরণে ধাবিত হও।

هو শব্দটি সম্বন্ধে অপর মত এই যে, উহা দ্বারা আল্লাহকে নির্দেশ করা হইয়াছে। এই মত অনুসারে আয়াত অংশটির দুই প্রকার তরজমা হইবে।

প্রথম তরজমা—['ইবাদতকালে] মুখমণ্ডল নিবদ্ধ রাখিবার জন্য [আহল-কিতাব ও মুস্লিম জাতিগুলির] প্রত্যেকের জন্য যে বিশিষ্ট কিব্‌লা রহিয়াছে তাহার আদেশদাতা [স্বয়ং] আল্লাহ। [আল্লাহ তা'আলা কাল ও অবস্থা বিশেষে বিভিন্ন কিবলা নির্ধারিত করেন।] অতএব, [হে আহল-কিতাব ও মুস্‌লিম,] তোমরা সকলে আল্লাহ তা'আলার বর্তমান হুকুম মানিয়া লইয়া মঙ্গলসমূহের দিকে ধাবিত হও।

দ্বিতীয় তরজমা—['ইবাদতকালে] মুখমণ্ডল নিবদ্ধ রাখিবার জন্য [ভিন্ন ভিন্ন দেশের মুসলিমদের] প্রত্যেকের জন্য [কা'বা-ঘরের] ভিন্ন ভিন্ন দিক রহিয়াছে। ইহার আদেশদাতা আল্লাহ। অতএব, হে মুসলিমগণ, তোমাদের দেশ হইতে যে দিকে কা'বাঘর পড়ে ঐ দিককে কিবলা মানিয়া লইয়া মঙ্গলসমূহের দিকে ধাবিত হও।

www.ahlehadeethbd.org

١٥٠ ومن حيث خرجت فول وجهك
شطر المسجد الحرام، وحيث ما انتم فولوا
وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم
حجة الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم
واخشونى ولاتم نعمتى عليكم ولعلكم
تهتدون •

১৫০ [হে নবী,] আপনি যেখান হইতেই বাহির [হইয়া যেখানেই উপস্থিত] হন, আপনার মুখমণ্ডল মসজিদুল-হারামের দিকে ফিরান; আর [হে মুমিনগণ,] তোমরা যেখানেই থাক তোমাদের মুখমণ্ডল উহার দিকে ফিরাও, যাহাতে তোমাদের বিরুদ্ধে লোকদের কোন যুক্তি থাকিতে না পারে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা অন্যায় আচরণকারী [তাহারা অন্যায় বিতর্ক করিতেই থাকিবে।] তাহাদিগকে তোমরা ভয় করিও না; বরং তোমরা আমাকে ভয় কর। অধিকন্তু তোমাদিগের প্রতি আমার নি'মাত পূর্ণ করিবার জন্য এবং তোমরা যাহাতে ঠিক পথ প্রাপ্ত হও সেই জন্যও [আমি ইহা করিলাম।][১৭০]

---

১৭০ 'আপনার মুখমণ্ডল মসজিদুল্ হারামের দিকে ফিরান' এই কথাটি প্রথমে ১৪৪ম আয়াতে বলা হয়। উহারই পুনরুক্তি করা হইয়াছে ১৪৯ম ও ১৫০ম আয়াতে। বিশেষ উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে পুনরুক্তি দোষণীয় বলিয়া তফসীরকারগণ এই পুনরুক্তির হেতু বিভিন্নভাবে দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তন্মধ্যে প্রধান হেতুটি আয়াতগুলির সার মর্ম বর্ণনার ভিতর দিয়া বিবৃত করিতেছি।—

(১৪৪) হে নবী, কা'বাঘরকে কিবলারূপে গ্রহণ করিবার জন্য আপনার একান্ত আগ্রহ দেখিয়া আমি আপনাকে হুকম দিতেছি, "আপনি কা'বা-ঘরের দিকে মুখ ফিরান"। আহল-কিতাব সম্প্রদায় কা'বাকে কিবলারূপে গ্রহণ করিবার যথার্থতা নিশ্চিতভাবেই জানে, (১৪৫) তবুও তাহারা ইহা মানিবে না। তাহারা বইতুল-মক্দিসকেই কিবলারূপে ধরিয়া রহিবে। কিন্তু তাই বলিয়া আপনি ভবিষ্যতে আর কখনও বইতুল-মকদিসকে কিবলা করিতে পারিবেন না; বরং কা'বাঘরের কিবলা নির্ধারিত হওয়ার হুকুমটিকে যথার্থজ্ঞানে উহাই ধরিয়া রহিবেন। (১৪৬) মনে রাখিবেন, এক দল আহল কিতাবের স্বভাবই হইতেছে সত্য গোপন করা। (১৪৭) আরও মনে রাখিবেন, আপনার রব্বের নিকট হইতে আপনি যাহা কিছু পাইয়া থাকেন তাহাই যথার্থ সত্য—এ সম্বন্ধে আপনি আপনার অন্তরে কোন সন্দেহ আদৌ স্থান দিবেন না।

দ্বিতীয়তঃ, (১৪৮) যদিও নেক কাজ সম্পাদন করাই প্রকৃত ধর্ম এবং কিবলার প্রশ্নটি যদিও প্রকৃত-পক্ষে ধর্মের কোন মূলগত নীতি নয় তবুও যেহেতু প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর কোন না কোন কিবলা আছেই, আছে; (১৪৯) তাই, আমি আপনার জন্যও একটি কিবলা নির্ধারিত করিলাম। শুধু মদীনাতে অবস্থানকালেই যে আপনি কা'বাঘরের দিকে মুখ ফিরাইবেন তাহা নহে, বরং মদীনা হইতে বাহির হইয়া অন্যত্র গেলেও আপনি আপনার মুখমণ্ডল মসজিদুল-হারামের দিকে ফিরাইবেন। মনে রাখিবেন, ইহাও আপনার রব্বের নিকট হইতে আগত সত্য।

তৃতীয়তঃ, (১৫০) কা'বাঘরকে কিবলারূপে নির্ধারিত না করিলে ন্যায়নিষ্ঠ যুক্তিবাদী লোকদের পক্ষে ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করার যথেষ্ট কারণ থাকিয়া যাইত। মুশরিকগণ বলিতে পারিত, আপনি ইব্রাহীমের ধর্ম পুনঃ প্রচলন করিতে আসিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন, অথচ আপনি ইব্রাহীমের কিবলার বিরুদ্ধাচরণ করেন। কাজেই আপনি নবী হইতে পারেন না।

www.ahlehadeethbd.org

١٥١ كما ارسلنا فيكم رسولا منكم
يتلوا عليكم ايتنا ويزكيكم ويعلمكم
الكتب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا
تعلمون .

١٥٢ فاذكروني اذكركم واشكروالي ولا
تكفرون .

১৫১ যেমন আমি তোমাদের একজনকে তোমাদের দিকে [আমার] পয়গম্বররূপে পাঠাইয়াছি।[১৭১] তিনি তোমাদিগকে আয়াতগুলি পাঠ করিয়া শুনান, তোমাদিগকে [মানসিক ও চারিত্রিক দোষক্রটী হইতে] পরিশুদ্ধ করেন, তোমাদিগকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন এবং তোমরা যাহা জানিতে না তাহা তোমাদিকে শিক্ষা দেন।[১৭২]

১৫২ অতএব তোমরা [আমার নাম উল্লেখ করিয়া] এবং আমার আদেশ পালন করিয়া] আমাকে স্মরণ কর, অমিও [প্রতিদান ব্যাপারে] তোমাদের নাম উল্লেখ করিব।[১৭৩] এবং তোমরা আমার কৃতজ্ঞ থাক—অকৃতজ্ঞ হইওনা।

সেইরূপ, 'আলিম আহল-কিতাব দলও বলিতে পারিত, শেষ নবী দুই কিবলার দিকে মুখ করিয়া 'ইবাদত করিবেন বলিয়া আমরা কিতাবে দেখিতে পাই, অথচ আপনি কেবলমাত্র বইতুল-মকদিসকে কিবলারূপে ধরিয়া রহিলেন। কাজেই আপনি শেষ নবী নহেন। এই কারণেও আপনাকে হুকম দিতেছি যে, আপনি শুধু মদীনাতে অবস্থানকালে এবং মদীনার বাহিরে কোন স্থানে থাকা কালেই যে কা'বাঘরকে কিবলা করিবেন, তাহা নহে, বরং মক্কা গিয়া কা'বাঘরের সন্নিকটে হাযির হইলেও ঐ কা'বাঘর আপনার যে দিকেই থাকিবে আপনি ঐ কা'বাঘরের দিকে আপনার মুখমণ্ডল ফিরাইবেন।

১৭১ আয়াত অংশটির ভাবার্থ এই : তোমাদের একজনকে পয়গম্বররূপে মনোনীত করিয়া আমি তোমাদের প্রতি যেমন একটি নি'মাৎ দান করিয়াছি সেইরূপ কা'বাঘরকে কিবলা নির্ধারিত করিয়া আমি তোমাদের প্রতি আমার নি'মাৎ পূর্ণ করিলাম।

১৭২ এই প্রসঙ্গে ১২৯ নং আয়াত ও তৎসংশ্লিষ্ট ১৪৫, ১৪৬ ও ১৪৭ নং নোট দ্রষ্টব্য।

১৭৩ আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা রাখে আমি তাহার সহিত সেইরূপ আচরণ করি (অর্থাৎ আমাকে ক্ষমাকারী বিশ্বাসে যে আমার নিকটে ক্ষমা চায় আমি তাহাকে ক্ষমা করি ; আমাকে সব কিছু দিবার মালিক বিশ্বাস করিয়া আমার কাছে সে যে দু'আ করে আমি তাহা কবুল করি ; ইত্যাদি)। সে যখন [অন্তরে, মুখে ও আমার আদেশ পালনের মাধ্যমে] আমাকে স্মরণ করে তখন আমি [দয়া ও তওফীকের মাধ্যমে] আমি তাহাকে স্মরণ করি। সে যদি মনে মনে আমাকে স্মরণ করে তবে আমি তাহাকে মনে মনে স্মরণ করি। সে যদি কোন দলের মধ্যে আমার উল্লেখ করে, তবে আমি ঐ দলের চেয়ে উত্তম এক দলের মধ্যে তাহার উল্লেখ করি। (বুখারী ও মুসলিম)

www.ahlehadeethbd.org

মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

বুলূগুল মরামের বঙ্গানুবাদ

—মুস্‌তাছির আহমদ রহমানী

(পূর্বানুবৃত্তি)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

কুফু ও খিয়ারের[১] বিবরণ

২০৫) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم العرب بعضهم اكفاء بعض والموالى بعضهم اكفاء بعض الا حائك او حجام রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আরবী লোক পরস্পরের কুফু অনুরূপ ভাবে অনারব পরস্পরের কুফু' হইবে কিন্তু কারীগর এবং শিঙ্গা প্রদানকারী—হাকিম। ইহার সনদে জনৈক অপরিচিত রাবী রহিয়াছে। আবু হাতিম ইহাকে মুনকর (সহীহ হাদীসের বিরোধী) বলিয়াছেন। বয্যার মু'আয বিন জবলের সূত্রে মুনকাতা' (বিচ্ছিন্ন) সনদে একটি শাহেদ (সমর্থনকারী) রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

২০৬) হযরত ফাতেমা বিন্‌তে কয়স (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لها নবী (দঃ) তাহাকে বলিয়াছিলেন "তুমি انكحى اسامة উসামাকে বিবাহ কর।"—মুসলিম।

২০৭) হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال يابنى بياضة انكحوا ابا هند وانكحوا اليه وكان حجاما রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, হে বনু বিয়াযা তোমরা আবু হিন্দের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন কর। তাহার সহিত বিবাহ প্রদান কর; অথচ তিনি রক্তমোক্ষণকারী ছিলেন।—আবু দাউদ ও হাকিম, হাসান সনদে।

২০৮) জননী আয়েশা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, قالت خيرت بريرة على زوجها حين عتقت বরীরাকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর তাহার স্বামী সম্বন্ধে এখ্‌তিয়ার (স্বাধীনতা) প্রদান করা হইয়াছিল।—বুখারী ও মুসলিম। মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে বরীরা বলিয়াছেন, তাহার স্বামী দাস ছিল, বরীরা কর্তৃক অপর বর্ণনাতে আছে, স্বামী আজাদ ছিল।' কিন্তু প্রথমোল্লিখিত রেওয়ায়ত অধিক বিশ্বস্ত। অধিকন্তু বুখারী কর্তৃক ইবনে আব্বাসের প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, (বরীরার স্বামী তখন) দাসই ছিলেন।

২০৯) যাহ্‌হাক বিন ফীরোয দয়লমী স্বীয় পিতার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর রসূল, আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি অথচ দুই জন সহোদরা একত্রে আমার সহিত قلت يارسول الله انى اسلمت وتحتى اختان فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم طلق ايتهما شئت

---

১) কুফু—সাদৃশ্য বা সমমর্যাদা। বিবাহ-ব্যাপারে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে কুফু' লক্ষ্য করার আবশ্যক হইবে কিনা এ সম্বন্ধে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। কুফু বলিতে ধর্ম বা দীন, স্বাধীনতা, বংশ এবং ব্যবসা এই চারিটি বিষয়ে সমতা ধরা হয়। তন্মধ্যে দীনের সমতা সম্পর্কে সকলেই একমত। বংশে সমতুল্য হওয়া সম্বন্ধে কোন বিশুদ্ধ হাদীছ বর্ণিত হয় নাই এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলিও দুর্বল।

খিয়ার ঃ সময় ও অবস্থা বিশেষে স্ত্রীলোককে নিজ বিবাহ বাতিল করার যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহাকে খিয়ার বলা হয়।

www.ahlehadeethbd.org

বিবাহিতা রহিয়াছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিলেন, তুমি উক্ত সহোদরাদের মধ্যে যে কোন এক জনকে তালাক প্রদান কর।—আহমদ ও সুনন—নাসায়ী ব্যতীত। ইবনে হিব্বান, দারকুতনী ও বয়হকী ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। পক্ষান্তরে ইমাম বুখারী ইহাতে দোষ ধরিয়াছেন।

২১০) সালেম তাঁহার পিতার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন, যে, গয়লান বিন সলমা যখন ইসলাম গ্রহণ করিলেন তখন তাহার দশজন সহধর্মিণী ছিলেন এবং স্বামীর সহিত তাঁহারাও ইসলাম গ্রহণ করিলেন। অতঃপর উক্ত দশজন স্ত্রীর মধ্য হইতে যে কোন চারিজনকে গ্রহণ করিতে (এবং অপর ছয়জনকে পরিত্যাগ করিতে) রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে নির্দেশ প্রদান করিলেন।—আহমদ ও তিরমিযী। ইবনে হিব্বান ও হাকিম ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন এবং ইমাম বুখারী, আবু যুর্আ এবং আবু হাতিম ইহাতে দোষ ধরিয়াছেন।

ان غيلان بن سلمة اسلم وله عشرة نسوة فاسلمن معه فامره النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ان يتخير منهن اربعا

২১১) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (দঃ) তাঁহার পুত্রী যয়নবকে আবুল আস বিন রবী'র নিকট ছয় বৎসর পর পূর্ব বিবাহেই ফিরাইয়া দিয়াছিলেন এবং তাহার নূতন বিবাহ পড়ান নাই।—আহমদ ও সুনন (নাসায়ী ব্যতীত)। ইমাম আহমদ ও হাকিম এই হাদীসকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

قال رد النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ابنته زينب على ابى العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الاول ولم يحدث نكاحها

২১২) আমর বিন শুআইব স্বীয় সনদে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, নবী করীম (দঃ) তাঁহার পুত্রী যয়নবকে নূতন বিবাহে আবুল আসের নিকট প্রত্যর্পণ করেন।--তিরমিযী।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رد ابنته زينب على ابى العاص بنكاح جديد قال الترمذى حديث ابن عباس اجود اسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب

ইমাম তিরমিযী বলেন, ইবনে আব্বাসের বর্ণিত হাদীসটি সনদ হিসাবে উত্তম হইলেও আমর বিন শুআইবের হাদীস অনুসারেই আমল করা হইয়া থাকে, (এবং ইহাই অধিকাংশ আলেমের সিদ্ধান্ত)।

২১৩) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, একজন স্ত্রীলোক ইসলাম গ্রহণ করিয়া অপর লোককে বিবাহ করিল। অতঃপর তাহার পূর্ব স্বামী রসুলুল্লাহর খিদমতে আরয করিল যে, হে আল্লাহর রসুল, আমি পূর্বেই মুসলমান হইয়াছিলাম এবং আমার স্ত্রী তাহা অবগত ছিল (তথাপি সে অপর স্বামী গ্রহণ করিয়াছে)। রসুলুল্লাহ (দঃ) উক্ত স্ত্রীলোকটিকে দ্বিতীয় স্বামীর নিকট হইতে আলাদা করতঃ প্রথম স্বামীর নিকট ফিরাইয়া দিলেন।—আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ। ইবনে হিব্বান ও হাকিম ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

اسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يارسول الله انى كنت اسلمت وعلمت باسلامى فانتزعها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من زوجها الاخر وردها الى زوجها الاول

২১৪) হযরত কা'ব বিন উজরা রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বনু গেফার গোত্রের আলীয়া নাম্নী স্ত্রীলোককে বিবাহ করিলেন। অনন্তর, যখন তিনি হযরতের নিকট গমন করিলেন এবং স্বীয় গাত্র উন্মুক্ত করিলেন তখন হযরত (দঃ) তাঁহার কোমরে একটি শ্বেত চিহ্ন দেখিয়া বলিলেন, তুমি তোমার বস্ত্র পরিধান কর আর স্বীয় পরিবারে চলিয়া যাও। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে মোহর প্রদানের নির্দেশ প্রদান করিলেন।—হাকিম। (গ্রন্থকার বলেন), এই হাদিছের সনদে হুমায়দ

تزوج رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم العالية من بنى غفار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا فقال النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم البسى ثيابك والحقى باهلك وامر لها بالصداق

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিন ইয়াজিদ রাবী রহিয়াছেন—তিনি অপরিচিত এবং তাঁহার উসতাদ সম্বন্ধেও ভীষণ মতভেদ ঘটিয়াছে।

২১৫) সঈদ বিন মুসাইয়েব রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, হযরত উমর বিন খাত্তাব রাযিঃ বলিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করিল এবং তাহার নিকট (বাসর গৃহে) প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইল যে, সে

قال ايما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء او مجنونة او مجذومة فلها الصداق بمسيسه اياها، وهو له على من غره منها

ধবল রোগগ্রস্তা অথবা পাগল, অথবা কুষ্ঠ রোগগ্রস্তা। এরূপ অবস্থায় (তাহার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিবে এবং) পুরুষ উহাকে স্পর্শ করার কারণে উক্ত স্ত্রীলোক মোহরের অধিকারী হইবে এবং উক্ত বিবাহে তাহাকে যে প্রবঞ্চিত করিয়াছে তাহার নিকট হইতে সে উহা আদায় করিয়া লইবে। (হাদীসে উল্লিখিত মারাত্মক দোষের জন্য বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিবে)—সঈদ বিন মনসুর, মালেক ও ইবনে আবি 'শয়বা। ইহার রাবী সকলেই বিশ্বস্ত; অধিকন্তু সঈদ কর্তৃক হযরত আলী (রাযি) প্রমুখাৎ এইরূপ অপর একটি হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে বর্দ্ধিত হইয়াছে যে তাহাকে শর্ত সাপেক্ষে সে বিবাহ করিল। অতঃপর সে যদি তাহাকে স্পর্শ করিয়া ফেলে তাহা হইলে তাহার স্ত্রী অঙ্গ বৈধ করার কারণে তাহাকে দেন-মোহর প্রদান করিতে হইবে। সাঈদ বিন মুসাইয়েবের সূত্রে আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত উমর (রাযিঃ) স্ত্রীসহ-

قال قضى عمر فى العنين ان يؤجل سنة

বাসে অক্ষম ব্যক্তিকে এক বৎসর সময় প্রদানের ফয়সালা দিয়াছেন। (যাহাতে উক্ত সময়ে সে ঔষধপত্র ব্যবহার করতঃ ক্ষমতা অর্জন করিতে পারে। অতঃপর সক্ষম না হইলে তাহাদের বিবাহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।) ইহার রাবীগণ সকলেই বিশ্বস্ত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

স্ত্রীর সহিত ব্যবহারের পদ্ধতি ঃ

২১৬) হযরত আবু হুরায়রার (রাযি) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে রসুলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সহবাস করিবে সে অভিশপ্ত।—আবূদাউদ ও নাসায়ী।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ملعون من اتى امرأة فى دبرها

শব্দগুলি নাসায়ী হইতে গৃহীত, ইহার রাবীগণ বিশ্বস্ত। কিন্তু তিনি ইহাতে মুর্সল হওয়ার দোষ ধরিয়াছেন।

২১৭) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন পুরুষের

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لاينظر الله الى رجل اتى رجلا او امرأة فى دبرها

অথবা কোন স্ত্রীলোকের গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করে আল্লাহ তাহার প্রতি (রহমতের) দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না।—তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে হিব্বান এবং তিনি ইহাকে মওকুফ বলিয়াছেন।

২১৮) হযরত আবু হুরায়রার (রাযি) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে রসুলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং প্রলয় দিবসের প্রতি বিশ্বাস পরায়ণ হইয়া থাকে তাহার পক্ষে নিজের প্রতিবেশীকে কষ্ট প্রদান করা উচিত নহে। তোমরা স্ত্রীগণের সহিত উত্তম ব্যবহারের অছীয়ত করিতে

عن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلايؤذى جاره واستوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من ضلع ان اعوج شئ فى الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء خيرا

থাকিবে। কারণ তাহারা পাঁজরস্থ হাড় হইতে সৃষ্ট এবং উহার উপরস্থ হাড়টিই অধিক বক্র। অতএব যদি তুমি উহাকে সোজা করিতে যাও তাহা হইলে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। পক্ষান্তরে যথাবস্থায় থাকিতে দিলে উহা সর্বদা বাঁকাই থাকিবে (এবং তোমরা উহা-দ্বারা উপকৃত হইতে পারিবেনা)। অতএব নারী জাতির সহিত উত্তম ব্যবহারে জন্য তোমরা পরস্পরকে উপদেশ দিতে থাকিবে।—বুখারী ও মুসলিম।

www.ahlehadeethbd.org

মুসলিমের হাদীসে রহিয়াছে যে, যদি তুমি উহার বক্রতা সত্বেও উহা দ্বারা উপকৃত হইতে থাক তবে সর্বদা উপকৃত হইতেই থাকিবে আর সোজা করিতে চেষ্টা করিলেই উহা ভাঙ্গিয়া পড়িবে। নারীর ভাঙ্গিয়া যাওয়ার তাৎপর্য হইতেছে তালাক সংঘটিত হওয়া।

২১৯) জাবের (রাযিঃ) বলিয়াছেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-র সহিত কোন এক জেহাদে গমন করিয়াছিলাম। যখন তথা হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলাম এবং নিজেদের পরিবারের নিকট গমন করিতে উদ্যত হইলাম তখন রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, "বিলম্ব কর এবং রাত্রিকালে অর্থাৎ সন্ধ্যার পর স্বগৃহে প্রবেশ কর যাহাতে বিক্ষিপ্ত কেশধারিনী কেশ বিন্যাস করিতে এবং স্বামী হইতে দীর্ঘ সময় দূরে অবস্থান কারিনী ক্ষৌরকার্য সমাধা করিতে পারে।— বুখারী ও মুসলিম। বুখারীর অপর হাদীসে রহিয়াছে, "যদি তোমাদের কেহ দীর্ঘদিন বিদেশে অবস্থান করিতে থাকে তাহা হইলে (বিনা সংবাদ প্রদানে) হঠাৎ রাত্রিকালে তাহার পরিবারের নিকট গমন করা তাহার পক্ষে উচিত নহে।" (কারণ স্বামীর অনুপস্থিতিকালে সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরা নিজের শারীরিক পারিপাট্যের দিকে লক্ষ্য করে না। এরূপ অবস্থায় বিদেশে অবস্থানকারী স্বামী বিনা সংবাদে হঠাৎ স্বীয় স্ত্রীর নিকট গমন করিলে তাহার অপরিপাট্যের কারণে স্বামীর মনে এরূপ বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হইতে পারে যাহাতে তাহাদের দাম্পত্য জীবনে বিশৃংখলা দেখা দিতে পারে। অতএব যাহাতে অল্পের জন্য সোনার সংসারে ঘুন না ধরে সেইজন্য রহমতুল্লিল আলামীন নবী মোস্তফা (দঃ) উল্লিখিত নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। কতই না সুন্দর এই মোহাম্মদী জীবন ব্যবস্থা !!)

২২০) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, প্রলয় দিবসে আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতম ব্যক্তি হইতেছে সেই ব্যক্তি যে তাহার স্ত্রীর সহিত মিলিত হয় এবং স্ত্রীও তাহার সহিত মিলিত হয়, তারপর ঐ ব্যক্তি (বন্ধু বান্ধবের নিকট) স্ত্রীর গোপন বিষয় প্রকাশ করিয়া দেয়।—মুসলিম শরীফ।

২২১) হযরত মুআবীয়াহ (রাযিঃ) বলিয়াছেন, আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রসূল আমাদের একজনের উপর তাহার স্ত্রীর কতটুকু হক (দাবী) রহিয়াছে? রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তুমি যখন আহার কর তাহাকে তখন খাইতে দিবে এবং তুমি যখন বস্ত্র পরিধান কর তাহাকেও পরাইবে এবং (কোন কারণবশতঃ শাসন করিলে) তাহার মুখমণ্ডলে আঘাত করিবে না, তাহার প্রতি বদ দোয়া (আল্লাহ তোমাকে কুশ্রী করুক, এরূপ) বলিবে না এবং (স্ত্রীর প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া) তাহাকে ছাড়িয়া শুইবে না কিন্তু শুধু স্বগৃহে। (আবশ্যক বশতঃ সংযত করার জন্য স্বগৃহ ভিন্ন বিছানা গ্রহণ করিবে মাত্র)।— আহমদ, আবুদাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ। ইমাম বুখারী ইহার কতকাংশ মোআল্লাক (সনদ বাদে) রেওয়ায়ত করিয়াছেন এবং ইবনে হিব্বান ও হাকিম বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

২২২) হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলিয়াছেন, য়াহুদীরা বলিত যে, যখন কোন পুরুষ তাহার স্ত্রীর সহিত পশ্চাদ্দিক হইতে সঙ্গম করে (আর তাহাতে গর্ভ সঞ্চার হয়) তখন তাহার

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي الى امرأته وتفضي اليه ثم ينشر سرها

قلت يارسول الله ماحق زوج احدنا عليه قال تطعمها اذا اكلت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت

كانت اليهود تقول اذا اتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد احول فنزلت نساؤكم حرث لكم الاية

www.ahlehadeethbd.org

সন্তান টেরা হইয়া থাকে। তাহাদের এই উক্তির প্রতিবাদে অবতীর্ণ হয়—"স্ত্রীগণ তোমাদের ক্ষেত্র বিশেষ অতএব যে দিক হইতেই ইচ্ছা কর তোমরা সেই দিক হইতেই তোমাদের ক্ষেত্রস্থলে গমন করিতে পার।" (অর্থাৎ ইহাতে সন্তানের উপর কোনরূপ ক্রিয়া হয় না)।—বুখারী ও মুসলিম।

২২৩) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ যখন তাহার পরিবারের নিকট গমন (সঙ্গম) করিতে ইচ্ছা করে সে যদি তখন এই দোয়া পড়ে "বিসমিল্লাহে আল্লাহুম্মা জান্নিব্‌নাশ্‌ শয়তানা ওয়া জান্নিবিশ্‌-শয়তানা মা রাযাকতানা (আল্লার নামে আরম্ভ করিতেছি, হে আল্লাহ আমাদিগকে শয়তানের অনিষ্ট হইতে দূরে রাখ এবং তুমি আমাদের যে সন্তান দান কর তাহা হইতে শয়তানকে বিদূরিত রাখ; (সে যেন তাহার কোন ক্ষতি সাধন করিতে না পারে) তাহা হইলে যদি তাহাদের কোন সন্তান তকদীরে ঘটে তবে শয়তানের দ্বারা সে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না।—বুখারী ও মুসলিম।

لو ان احدكم اذا اراد ان ياتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان يقدر بينهما ولد فى ذلك لم يضره الشيطان ابدا

২২৪) হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন যখন কোন পুরুষ পুরুষ তাহার স্ত্রীকে স্বীয় বিছানার দিকে (সহবাস নিবন্ধন) আহ্বান করে এবং সে অস্বীকার করে আর ইহাতে স্বামী অসন্তুষ্টচিত্তে রাত্রি যাপন করে তখন সেই স্ত্রীলোকের প্রতি প্রভাত পর্যন্ত ফেরেশতাগণ অভিশাপ দিতে থাকেন।—বুখারী ও মুসলিম।

اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجى فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح .

মুসলিমের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, যিনি

كان الذى فى السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها

আসমানে বিরাজিত তিনি সেই স্ত্রীলোকের উপর ক্রোধান্বিত থাকেন যতক্ষণ না তাহার স্বামী তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হয়।

২২৫) হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে; নবী করীম (দঃ) অভিশাপ দিয়াছেন সেই সমস্ত স্ত্রীলোকের প্রতি যাহারা আল্‌গা কেশ জুড়িয়া দিয়া কেশ বৃদ্ধি করিয়া থাকে অথবা কেশ বৃদ্ধি করাইয়া থাকে; আর যাহারা শরীরে উল্কী-চিহ্ন অঙ্কিত করে অথবা করায় অর্থাৎ যাহারা সূচ প্রভৃতি দ্বারা শরীরের কোন অঙ্গে ছিদ্র করাইয়া উহাতে সুরমা প্রভৃতি ভরিয়া দেয় তাহাদের প্রতি আর যাহারা এইরূপ করায় উভয়ের প্রতি রসুলুল্লাহ (দঃ) অভিশাপ দিয়াছেন। -বুখারী ও মুসলিম।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة

২২৬) হযরত জুযামা বিন্‌তে অহব (রাযি) বলিয়াছেন, আমি কতিপয় লোকের সহিত একদা রসুলুল্লাহর (দঃ) খিদমতে হাযির হইলাম। তখন তিনি বলিতেছিলেন, বস্তুতঃ আমি ইচ্ছা করিতেছিলাম যে, সন্তানকে দুগ্ধ পান করানোর সময় স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করি কিন্তু আমি দেখিলাম যে, রোমক এবং পারসিকজাতীরা উহা করিয়া থাকে অথচ উহাতে তাহাদের সন্তানাদির কোনরূপ ক্ষতি সাধিত হয় না (সুতরাং উক্ত ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াছি)। অতঃপর তাঁহাকে 'আযল'[১] সম্পর্কে

لقد هممت ان انهى عن الغيلة فنظرت فى الروم وفارس فاذاهم يغيلون اولادهم فلا يضر ذلك اولادهم شيا ثم سئلوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ذلك الوأد الخفى

১) সঙ্গমকালে বাহিরে বীর্য পাত করাকে আযল বলা হয়। গর্ভ সঞ্চারের ভয়ে এরূপ করা হইত। এ সম্পর্কে বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী হাদীস বর্ণিত হইয়াছে এবং কেহ কেহ এই নিষেধাজ্ঞাকে তনযীহি (হাল্‌কা) বলিয়া সমীকরণের চেষ্টা করিয়াছেন।

www.ahlehadeethbd.org

জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি ইর্শাদ করিলেন, ইহা হইতেছে ওয়াদ খফী—গোপনীয় সন্তান হত্যা।—মুসলিম।

২২৭) হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রাযিঃ) রেওয়াত করিয়াছেন জনৈক ছাহাবী আরয করিলেন, হে আল্লাহর রসূল আমার একটি দাসী আছে, আমি তাহার সহিত সহবাস-কালে আযল করিয়া থাকি; কারণ আমি তাহার গর্ভ সঞ্চার হওয়া পসন্দ করিনা অথচ সাধারণতঃ পুরুষেরা নারী সঙ্গমে যাহা বাসনা করিয়া থাকে আমিও তাহাই কামনা করি; কিন্তু য়াহুদীরা বলিতেছে, উহা জীবন্ত প্রথিত বালিকার ক্ষুদ্র আকার মাত্র। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তাহাদের কথা ঠিক নহে। যদি আল্লাহ কোন জীব সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তুমি কস্মিনকালেও উহা প্রতিরোধ করিতে পারিবেনা।—আহমদ, আবুদাউদ, নাসায়ী এবং তাহাবী। ইহার রাবী সকলেই বিশ্বস্ত।

ان رجلا قال يارسول الله ان لى جارية وانا اعزل عنها وانا اكره ان تحمل وانا اريد مايريد الرجال وان اليهود تحدث ان العزل الموؤدة الصغرى قال كذبت اليهود لو اراد الله ان يخلقه مااستطعت ان تصرفه

২২৮) হযরত জাবের (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, আমরা রসূলুল্লাহর (দঃ) সময়ে আযল করিতাম এবং কুরআন নাযেল হইতেছিল। যদি উহা নিষিদ্ধ কার্যের পর্যায়-ভুক্ত হইত তাহাহইলে অবশ্যই ।ম। কুরআনে নিষেধ করা হইত।—বুখারী ও মুসলিম। মুসলিমের সূত্রে রহিয়াছে যে, উক্ত খবর রসূলুল্লাহর (দঃ) নিকট পৌছিয়াছিল কিন্তু তিনি আমাদিগকে নিষেধ করেন নাই।

قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والقرآن ينزل ولوكان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن متفق عليه ولمسلم فبلغ ذلك النبى الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فلم ينهنا

২২৯) হযরত আনস বিন মালেক (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) (কোন কোন সময়) সকল বিবিগণের সহিত সহবাস করার পর একবার মাত্র গোসল করিতেন।—বুখারী ও মুসলিম।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد

৪র্থ পরিচ্ছেদ ঃ

দেন-মোহরের বিবরণ ঃ

২৩০) হযরত আনসের (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বিবি সফীয়াকে আজাদ করিয়া (বিবাহ করিলেন) এবং তাঁহার এই আজাদীকে মোহরে পরিণত করিলেন।—বুখারী ও মুসলিম।

عن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انه اعتق صفية وجعل عتقها صداقها

২৩১) জনাব আবু সলমা বিন আবদুর রহমান বলিয়াছেন যে, আমি হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, রসূলুল্লাহ (দ) কত মোহরানা দান করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন রসূলুল্লাহর (দ) বিবিদের মোহর সাড়ে বার উকীয়া অর্থাৎ পাঁচ শত দিরহম ছিল।—মুসলিম।

ان قال سألت عائشة رضى الله تعالى عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قالت كان صداقه لازواجه ثنتى عشرة اوقية ونشا قالت اتدرى ما النش قال قلت لا قالت نصف اوقية فتلك خمس مائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم

২৩২) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন হযরত আলী (রাযিঃ) হযরত ফাতেমাকে বিবাহ করিলেন তখন রসূলুল্লাহ (দঃ)

لما تزوج على فاطمة قال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اعطها شيئا قال ما عندى شئ قال فاين درعك

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাঁহাকে বলিলেন, الحطمية ফাতেমাকে মোহর স্বরূপ কিছু প্রদান কর। আলী (রাযিঃ) আরয করিলেন, আমার নিকট কিছুই নাই। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, কেন? তোমার হতমীয়াহ জেরা (লৌহ-বর্ম) টি কোথায়?—আবুদাউদ, নাসায়ী, হাকিম ইহাকে ছহীহ বলিয়াছেন।

২৩৩) আমর বিন শুআইব স্বীয় পিতা আর তিনি স্বীয় পিতামহ (রাযি) প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন, যে কোন স্ত্রীলোক বিবাহ পূর্ব দেন মোহর, উপঢৌকন অথবা কোন দানের উপর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহার মালেক হইবে সেই,

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ايما امرأة انكحت على صداق اوحباء اوعدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن اعطاه واحق ما اكرم الرجل عليه ابنته او اخته

পক্ষান্তরে যাহা বিবাহের পর প্রদত্ত হইবে তাহা সেই প্রাপ্ত হইবে যাহাকে উহা প্রদান করা হইয়াছে। যে কোন পুরুষ তাহার কন্যা অথবা ভগ্নির দরুণ অধিক সম্মান প্রাপ্তির অধিকারী।—আহমদ ও সুনন, তিরমিযী ব্যতীত।

২৩৪) আলকামা হযরত ইবনে মসউদের (রাযিঃ) বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি জিজ্ঞাসিত হইলেন সেই লোক সম্পর্কে যে কোন মহিলাকে বিবাহ করিল কিন্তু তাহার কোন মোহরানা নির্দিষ্ট করিল না এবং তাহার সহিত সহবাসের পূর্বেই সে মরিয়া গেল। ইব্‌ন মসউদ (রাযি) বলিলেন, তাহার স্বগোত্রীয় মহিলাদের সমান—কম বা বেশী না করিয়া

انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الاشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود

তাহাকে দেন মোহর প্রদান করিতে হইবে এবং সে ইদ্দত পালন করিবে এবং সে মৃত স্বামীর উত্তরাধিকারিনীও হইবে। অতঃপর মা'কল বিন সেনান আশজায়ী দাঁড়াইয়া বলিলেন, আমাদেরই একজন মহিলা বর্‌অ বিনতে ওয়াশিক সম্বন্ধে রসুলুল্লাহ (দঃ) এরূপ ফয়সালাই করিয়াছিলেন। এতচ্ছ্রবণে হযরত আবদুল্লাহ বিন মসউদ আনন্দিত হইলেন।—আহমদ ও সুনন। তিরমিযী ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন এবং অপর এক জমাআত হাসন বলিয়াছেন।

২৩৫) হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহর (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে নবী করীম (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি স্ত্রীলোকের দেন-মোহরে ছাতু অথবা খেজুর প্রদান করিল সে তাহাকে হালাল করিয়া লইল।—আবু দাউদ তিনি ইহার মওকুফ হওয়ারই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال من اعطى في صداق امرأة سويقا اوتمرا فقد استحل

২৩৬) আবদুল্লাহ বিন আমের বিন রবীআ তাঁহার পিতার (রাযিঃ) বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, নবী করীম (দঃ) দুইটি জুতার দেন-মোহরে বিবাহিতা স্ত্রীলোকের বিবাহ জায়েয করিয়া দিয়াছেন।—তিরমিযী, তিনি ইহাকে ছহীহ বলিয়াছেন। ইহাতে বিরোধ ঘটিয়াছে।

ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اجاز نكاح امرأة على نعلين

২৩৭) হযরত সহল বিন সা'দ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) জনৈকা স্ত্রীলোককে একজন পুরুষের সহিত একটি লোহার আংটীর মোহর বিনিময়ে বিবাহ প্রদান করিয়াছেন।—হাকিম ইহা ১৭০ নম্বর বিবাহ অধ্যায়ের গোড়ার দিকে উল্লিখিত বিস্তারিত হাদীসের অংশ বিশেষ।

قال زوج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم امرأة بخاتم من حديد

২৩৮) হযরত আলী (কর্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, قال لا يكون المهر اقل

www.ahlehadeethbd.org

তিনি বলিয়াছেন যে, দশ দিরহামের (প্রায় আড়াই টাকার) চাইতে অল্প দেন মোহর হইতে পারে না।—দারকুতনী ইহা মওকুফ সূত্রে রেওয়ায়ত করিয়াছেন এবং ইহার সনদে বিশেষ দুর্বলতা রহিয়াছে।[১]

من عشرة دراهم' اخرجه الدار قطنى موقوفا وفى سنده مقال

২৩৯) হযরত উকবা বিন আমের (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন, সর্বাপেক্ষা উত্তম মহর হইতেছে এই যে, যাহা আদায় করা সহজ সাধ্য হয়।—আবুদাউদ, হাকিম ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছে।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خير الصداق اليسره

২৪০) জননী আয়েশা ছিদ্দীকা (রাযি) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, আমরাহ বিনতে জওনকে বিবাহ করার পর যখন তাহাকে রসূলুল্লাহর (দঃ) খিদমতে হাযির করা হইল তখন আমরাহ আল্লাহর আশ্রয় কামনা করিলেন। তখন রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, বস্তুতঃ, তুমি মহান আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ। এই বলিয়া উমারাকে তালাক প্রদান করিলেন এবং তাঁহার নির্দেশ ক্রমে হযরত উসামা তাহাকে তিনটি বস্ত্র মুত'আ স্বরূপ প্রদান করিলেন।—ইবনে মাজাহ, ইহার সনদে একজন পরিত্যক্ত রাবী রহিয়াছেন কিন্তু ইহাতে উল্লিখিত মূল ঘটনাটি আবু উসায়দ সায়েদীর সূত্রে ছহীহ গ্রন্থেও বর্ণিত হইয়াছে।

ان عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حين ادخلت عليه تعنى لما تزوجها فقال لقد عذت بمعاذ فطلقها واسر اسامة فمتعها بثلاثة اثواب

৫ম পরিচ্ছেদ

অলীমার বিবরণ:

২৪১) হযরত আনস বিন মালেকের (রাযি) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে একদা রসূলুল্লাহ (দ) আবদুর রহমান বিন আওফের গাত্রে হলুদ রংয়ের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন। উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আবদুর রহমান বিন আওফ আরয করিলেন, হে আল্লার রসূল! আমি গতকল্য একজন মহিলাকে পাঁচ দিরহম পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে বিবাহ করিয়াছি। রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিলেন, আল্লাহ তোমাকে ইহাতে বরকত দান করুক, তুমি অন্ততঃপক্ষে একটি ছাগল দিয়াও অলীমার (বিবাহ পরবর্তী ভোজের) আয়োজন কর।—বুখারী ও মুসলিম। শব্দগুলি মুসলিমের।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم راى على عبد الرحمن بن عوف اثر صفرة قال ما هذا قال يارسول الله انى تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال فبارك الله لك اولم ولو بشاة

—ক্রমশঃ

---

[১] ... র মওকুফ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহার সনদে হনশ বিন উবায়দুল্লাহ নামক জনৈক রাবী আছেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, সে হাদীস জাল করিত। আবু হাতিম বলিয়াছেন, সে হনশ বিন মু'তামারের ন্যায় এবং শেষোক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে ইবনে হিব্বান বলিয়াছেন, ... ত গ্রহণের যোগ্য নহে অনেক বাজে কথা রেওয়ায়ত করিয়া থাকে। অধিকন্তু ইহা পূর্বোল্লিখিত মরফূ' ও ছহীহ হাদীসের বিপরীত, সুতরাং ইহা গ্রহণযোগ্য নহে।—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

তাওহীদের ধর্ম ইসলাম

—আফতাব আহমদ রহমানী

ইসলামী দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করে দেখলে দেখা যায় যে, শক্তি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—খোদাঈ শক্তি, নবুওতী শক্তি ও মানবীয় শক্তি। এই তিন শক্তির মধ্যে একটী মাত্র যোগসূত্র রয়েছে এবং তাই মানবকে তওহীদের সরল ও সত্য পথে চালিত ক'রে মানবতার উচ্চ-শিখরে পৌঁছিয়ে দেয়। কিন্তু যে কেহ এ পথ ছেড়ে অ-তওহীদ বা একাধিকত্ব-বাদের পথ অবলম্বন করেছে সে মানবীয় শক্তির দীপ্ত ভাতির অন্ধকারেই জীবনের আলোককে নিভিয়ে ফেলেছে,—সে মানব শক্তির আয়তনের মাপ পরিমাপ করে উঠতে পারেনি। কাজেই সে করেছে সে শক্তির অবমাননা। মানব শক্তি যতই অতিমানবীয় বলে প্রতিভাত হোক না কেন, যতই অলৌকিকত্বপূর্ণ হোক না কেন তা যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নবুওতী শক্তির কাছে তিষ্ঠিতে পারে না, আলকুরআন তারই ঐতি-হাসিক প্রমাণ মানব সমাজের চোখের সামনে তুলে ধরেছে। যে মানব খোদাঈ শক্তির দাবী করেছিল তা নবুওতী শক্তির মুকাবেলাতেই ধুনিত তুলার মত শূন্যে উড়ে গিয়েছিল—মুকাবেলার জন্য খোদাঈ শক্তির আর দরকার পড়েনি। যাদের দাবী খোদাঈ শক্তির নয় তাদের কথা ত, প্রশ্নের বাইরে।

সৃষ্টির প্রথম দিন হতেই তওহীদ ও অ-তওহীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগেই আছে। অ-তওহীদের ঘনঘটা যখনই তওহীদের দীপ্ত উজ্জ্বল কিরণকে ম্লান করে দিতে চেয়েছে তখনই সে ক্ষণিকের অন্ধকার কেটে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে দ্বিগুণ ত্রিগুণ ঔজ্জ্বল্য নিয়ে। এমন করেই তওহীদ তার বিজয় কেতনের মর্যাদা রক্ষা করে এসেছে যুগে যুগে। অবশেষে উম্মী নবীর পরশ-ছোঁয়ায় তা হয়েছে ধন্য। কুরআন ধরেছে সেই উন্নত ধ্বজাকে চিরকালের জন্য উন্নত করে।

ইসলামের লক্ষ্য মানবতা। সে মানবতাকে করেছে যুগে যুগে পূত, সুন্দর ও সার্থক। পাছে মানবতাকে অ-মানবতার পাপ ও গ্লানি স্পর্শ করে সে ভয়ে সে দিয়েছে তার সীমা রেখাকে নির্দেশ করে। মানুষের স্রষ্টাই মানুষের প্রভু, কর্তা, শাসক ও অধিপতি, সৃষ্টিজগত তাঁর মুলুক। তাঁর এ বিশাল মুলুক যে আশরাফুল মাখলুকাত বা মানবতার খেদমতে নিয়োজিত তারা হচ্ছে তাঁর বান্দা, দাস ও চির অনুগত। নবীগণ তাঁর বাণী বাহক ও হুকুম বরদার। তাঁরা হচ্ছেন মানব রাজ্যে তাঁর বিধি-বিধান প্রচার ও কার্যকরী করবার শক্তি। খুলাফায়ে রাশে-দুনের খেলাফতও হচ্ছে পূর্ণমাত্রায় এ অপূর্ব আদর্শ-মণ্ডিত। তারপর মুসলিম ষ্টেট হল ধীরে ধীরে সে মহান আদর্শচ্যুত। তা হল আমীর ওমারাদের ভোগের বস্তু, খেলার পুতুল এবং অন্যায় রক্তপাতের উৎসধারা। অ-তাওহীদ যুগে যুগে দিয়ে এসেছে মানবতার পায়ে গোলামীর জিঞ্জির, পরাধীনতার শিকল, গলে দিয়েছে লা'নতের তওক, শিরে দিয়েছে অভিশাপের বালেস্তাণ, মুক্ত ধরাকে করেছে জিন্দান-খানা, মানব জীবনকে করে তুলেছে সংকীর্ণতর। মানব হয়েছে মানবের প্রভু। সবল গড়েছে দুর্বলের জন্য আইন, মানবে মানবে হয়েছে শত্রুতা, মানব-তার হয়েছে অবমাননা, যে অন্ধকারে সে ছিল সে অন্ধকারেই সে রয়ে গেল চিরকাল।

তাওহীদ ও অ-তওহীদের মাপ কাঠিতে বিচার করলে বর্তমান বিশ্বের গতি ও লক্ষ্য সম্বন্ধে মোটা-মুটী একটা ধারণা স্পষ্ট হয়ে পড়ে। তাওহীদ গড়েছে এবং অ-তাওহীদ ভেঙ্গে চুর্ণ করে দিয়েছে। এ ইতি-হাসের একটী বিশিষ্ট ধারা। তাওহীদের বিধিগুলি আল্লাহর দেওয়া এবং তাদের লক্ষ্য হচ্ছে মানবের যুগপৎ দৈহিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ এবং যুগপৎ ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতি। এজন্য মানব জীবনে যত প্রকার নীতি ও বিধির আবশ্যক সব কিছুই

www.ahlehadeethbd.org

ও হাদে আছে। অধুনা ষ্টেট যেমন ধর্মনীতি, সমাজ-নীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতি প্রভৃতিকে আলাদা আলাদা ধরে নিয়েছে তাওহীদ কিন্তু তেমনি সেগুলোকে আলাদা আলাদা ধরে নেয় নি, সেগুলি হচ্ছে ধর্মের তথা এবাদতের অংগ। তাই যে কোন মুসলিম দৈনন্দিন জীবনে একাধারে নাগরিক, সমাজ সেবক, অর্থনীতিক এবং রাজনীতিক—জাতি তার এক অংশ এবং সে জাতির এক অংশ; মানবের সংগে তার সম্বন্ধ ভাইয়ের—প্রভু-ভৃতের নয়। তাওহীদ ছাড়া যে এ প্রকার আদর্শ মণ্ডিত সমাজনীতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি জগতের কোন ধর্ম বা ষ্টেট এ যাবত দিতে পারে নি ইতিহাস তার সাক্ষ্য।

জড়বাদ যে আত্ম-বিকাশ ও আত্ম-বিনাশের একটি নীতি, দুই দুইটি মহাযুদ্ধে পৃথিবীর মানুষ নিতান্ত অসহায়ের মত তার মহড়া দেখেছে। জড়বাদ ও সাম্যবাদের চক্রান্তজালে মানবতা ধ্বংসকারী দাবানল আজও যেমন ক্ষণে ক্ষণে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠার পাঁয়তারা করছে তাতে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ হয়েছে যে মানব হয়ে উঠেছে মানব ও মানবতা উভয়ের শত্রু। সাংবাদিকতা ও নায়কতার বাস্তব আদর্শের দোহাই দিয়ে অথবা লৌহ প্রাচীরের অন্তরালে সব কিছু গোপন রেখে দরবেশ, সন্ন্যাসী বা পাদরী সুলভ কোমল কণ্ঠে সভ্যতার মুখোশ পরে মানবতার যতই গুণকীর্তন করা হোক না কেন—যতই 'মানবতা সর্বোপরি,'' "মানবতা ছাড়া কিছুই নাই'', "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই" ইত্যাদি বুলি আওড়ান হোক না কেন, মানবতা ইতিপূর্বে মুছে গেছে। দুনয়াতে এখন মানবতা বলে কিছু নাই। যা আছে তা হল সুযোগ ও সুবিধাবাদিতা। এর মূলে ছিল তাওহীদ বর্জন। আধুনিক ষ্টেটগুলি যে মুখোশ পরে আছে তা চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নেই, কিন্তু ভিতরের রূপ মসীমাখা রাক্ষুসে। সে মানবতাকে একেবারে খুন করে দিয়েছে। মানবতার বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে শুধু হাহাকার ধ্বনি শ্রুত হচ্ছে। ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত দেহের যন্ত্রণায় সে অস্থির। এর কারণ মানব মানবের বিধি রচনা করেছে, সবল দুর্বলের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করেছে। তার কল্যাণে পুঁজিবাদের মর্মর প্রাসাদ গড়ে উঠেছে। মানুষ দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে পুঁজিবাদী আর মজুর শ্রেণীতে। মজুরের জীবন পুঁজিবাদীদের হাতে ক্রয়সূত্রে আবদ্ধ—এ হচ্ছে তাদের পণ্য দ্রব্য। এদের রক্ত স্রোত ধারায় চলছে ওদের হাওয়ার খোখিন গাড়ী, চলছে আমোদ স্ফূর্তি, ভোগ-বিলাস, আরাম আয়েশ সব কিছু; এদেরই অস্তিত্ব ঠেকাবার জন্য ওদেরকে প্রাণ দিতে হবে সমর ক্ষেত্রে; এদেরই অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ন্যাশনালিজিমের আবশ্যক, এদেরই হাতে ক্ষমতা দিতে চায় জনসাধারণের গণ-অধিকার, এদের পুষ্টি সাধনের জন্য চায় আর্থিক জগৎ; অর্থকরী বিদ্যা, অর্থকরী শিল্প আর অর্থকরী জীবন; এদের কামানল জ্বালাবার জন্য চায় ফ্যাশান, যৌন-বিজ্ঞান, যৌন সাহিত্য, তরুণী স্বাধীনতা, তরুণী-সংঘ, নগ্নতা ও আরও অনেক কিছু; এদের কামরিপু চরিতার্থ করার জন্য ধর্ম বর্জন। মানব প্রগতির সংগে সংগে মানবতার এরূপ কুৎসিত ও কুরূপ মূর্তি কি কেউ কখনও দেখেছে? যন্ত্র শিল্পের মোহ আভায় সমাজ ও মানবের দৈহিক কল্যাণ সাধিত হয় বটে কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি, ঐহিক ও পারত্রিক শান্তি তাওহীদ ভিন্ন কখনও সম্ভব নয়। পুঁজিবাদীদের জীবন ধারাকে প্রবাহমান রাখবার জন্যই আধুনিক জগতের আধুনিক রাজনীতির আবশ্যক।

আধুনিক বিশ্বের এক আধটা রাষ্ট্র ছাড়া সবই সবই পুঁজিবাদের সমর্থক অর্থাৎ তার মজুর শ্রেণীর শত্রু। ইসলাম কিন্তু স্বীকার করে না মানুষে মানুষে এ অসাম্য ও ভেদ-রেখার সৃষ্টি করে মানবতাকে প্রোথিত করা। আধুনিক যুগের কোন রাজনীতিই ডেমোক্রেসী, ফেলিজম, কমিউনিজম প্রভৃতি—ইসলাম সমর্থন করে না। এগুলি সবই মানব চিত্ত এবং মানবতার শত্রু। বর্তমান যুগের ঘটনাবলী এর প্রমাণ।

প্রত্যেক শক্তিশালী জাতিই নীতির দিক হতে যত কিছু সদুদ্দেশ্যই প্রচার করুক না কেন শেষ পর্যন্ত সকলেই প্রভুত্ব বিস্তার না করে ছাড়ে না। ইসলাম

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রভুত্বকে আদৌ সমর্থন করে না। ইসলাম প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করে' সে প্রতিনিধিত্ব হচ্ছে আল্লাহর এবং তাই হচ্ছে আল্লাহর খেলাফত।

সকল সভ্য জাতিই স্ব স্ব অনুসৃত রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতির গর্ব করে থাকে। সমস্তই যে মানবতার কল্যাণের জন্য রচিত, তা তারা মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে থাকে। ওদের মহিমা কীর্তন ও প্রশস্তি চলতে থাকে পঞ্চ মুখে। কিন্তু মানব ও মানবতা যে কি ওদের নীতিতে তা খুঁজে পাওয়া যায় না। খেলাফত-ই-রাশেদা সামান্য ত্রিশ বছরের ইতিহাসে যে নজীর রেখে গেছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরেও অন্য কেহ তেমন একটি নজীরও স্থাপন করতে পারে নি। প্রকৃত কথা হচ্ছে, কথার মার এক, আর বাস্তবের মার আর এক। এদের আছে কেবলমাত্র কথা। বাস্তব জিনিষ এদের কিছু নেই। বাস্তব মানব এবং বাস্তব মানবতা যে কি জিনিষ তার একমাত্র বাস্তব নজীর দিয়ে গেছে ইসলাম।

নিরপেক্ষ দৃষ্টি ও ঐতিহাসিক ভিত্তিতে বিচার করে দেখলে প্রতিভাত হবে যে, আধুনিক বিশ্বের বিধি বিধানের সহিত ইসলামের মূল বিধি বিধানের বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম যে সব মাল-মশলা দিয়ে গড়ে তুলেছিল মানবতার বিরাট প্রাসাদ, তারা তার উপরে রং চঙ্গাই করে গড়ে তুলেছে 'জড়বাদ বনাম পুঁজিবাদের শূন্য প্রাসাদ। এরই ভিতরে চলছে "খাও-পিও আর ফুর্তি উড়াও" নীতির এক মহা অভিনয়। অতীতে এর বিষময় ফল ফলেছে, এখনও ফলছে আর ভবিষ্যতেও ফলবে—বিশ্ব ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য।

বর্তমান মুসলিম ষ্টেটগুলি ইসলাম ও তাওহীদের যোগসূত্রকে ছিন্ন করে যেভাবে হালহীন নৌকার মত বিশ্ব রাজনীতির ঘূর্ণিপাকে দোল খাচ্ছে এবং ইহার ফলে তাওহীদের আদর্শ ক্রমবর্জন নীতি গ্রহণ করে দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং মানব ও মানবতার আদর্শ ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছে; যে ভাবে জড়বাদের আত্ম-বিকাশ ও আত্ম-বিনাশ নীতির অনুসরণ করে মহা ধ্বংসের পথে তারা দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে এ সবের সংশোধন না করে জাতি হিসাবে মুসলমানদের উত্থানের কোনই সম্ভাবনা নাই।

ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে তাওহীদ বিরোধী সব কিছুই তাওহীদের পরম শত্রু। জড়বাদ যেখানে আপন প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে তার ত্রিসীমা দিয়াও তাওহীদ ঘেঁষে না—ঘেঁষতে পারে না; একই কালে একই স্থানে এ দুয়ের সমাবেশ অসম্ভব। জড়বাদ অন্ধ, আদর্শহীন, লক্ষ্যহীন; আর তাওহীদ আদর্শময়, তার উদ্দেশ্য স্থির, লক্ষ্য সুস্পষ্ট এবং ভবিষ্যত উজ্জ্বল।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, তাওহীদ অনুসারীদের পক্ষে জড়বাদের আদর্শ ও শিক্ষাকে গ্রহণ করা সম্ভব কি না? একটি অন্তর্মুখী; অন্যটি বহির্মুখী। এইরূপ পরস্পরে বিরোধী দুইটি নীতির মধ্যে সমন্বয় সাধন যেমন অসম্ভব উহাদিগকে তেমনি যুগপৎ গ্রহণ করাও অসম্ভব। যে হৃদয় হইতে নিয়ত তাওহীদের প্রস্রবন ধারা প্রবাহিত হইতেছে সে হৃদয় কখনও অভিশপ্ত জড়বাদের লীলাভূমি হতে পারে না। যদি হয়েই থাকে তবে মনে করতে হবে যে তা তাওহীদ শূন্য হয়ে পড়েছে।

আমাদের জীবনের গতিধারা যে আজ কোন্ পথে প্রবাহিত হচ্ছে তা এই দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করলে তার প্রকৃত রূপ অতি সহজেই ধরা পড়বে। শিক্ষা এবং দীক্ষাই মানবের সব কিছু। এগুলিই হল মানব সভ্যতার প্রধান নিয়ামক। সুশিক্ষা যেমন সুপথে আর কু-শিক্ষা যেমন কুপথে চালিত করে থাকে ঠিক তেমনি তাওহীদের শিক্ষা তাওহীদের পথে আর বস্তুতান্ত্রিক শিক্ষা বস্তুতান্ত্রিকতার পথে চালিত করে থাকে—এটাই স্বাভাবিক। রোজ-ই-আযল হতেই আমরা তওহীদের দীক্ষায় দীক্ষিত; আমাদের জীবন মরণ তাওহীদের উপরেই এবং তাওহীদের জন্যই। সুতরাং জীবনের প্রথম মুহূর্ত হতে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাওহীদের শিক্ষা গ্রহণ করা এবং তাওহীদের দীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা আমাদের জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য। এক বিন্দু এদিক সেদিক হবার যো আমাদের নেই। কিন্তু অতি দুঃখের সহিত বলতে হচ্ছে যে বর্তমানে যে শিক্ষাপদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে তা নিছক বস্তুতান্ত্রিক

www.ahlehadeethbd.org

শিক্ষাপদ্ধতি এবং তা তাওহীদ অনুসারীদের পক্ষে বিষের চেয়েও মারাত্মক। এর ফলেই মুসলমানেরা জীবনের স্থির বিন্দু তাওহীদ হতে বিচ্যুত হয়ে পড়ছে এবং দিন দিন পরিণতি এই দাঁড়াচ্ছে যে জড়বাদ গোটা মুসলিম সমাজকে গ্রাস করে ফেলার উপক্রম করেছে। তাওহীদের দিক হইতে সমাজ অতি দরিদ্র এমন কি সর্বহারা হয়ে পড়ছে; জড়বাদের সাথে আত্মার সংযোগ এবং তাওহীদের সাথে অনাত্মীয় ভাব ক্রমান্বয়ে বেড়ে উঠ্‌ছে। কুরআন ও হাদীসের স্থান নভেল ও নাটক অধিকার করে বসতে চলেছে। শেষ রাতের প্রদীপের শেষ শিখাটুকুর মত তাওহীদের শিক্ষা আজ নিবু-নিবু প্রায় এবং তারই স্থলে বস্তুতান্ত্রিক শিক্ষা বিন্ধ্যাচলের মত মাথা উঁচু করে রয়েছে।

বস্তুতান্ত্রিক শিক্ষা পদ্ধতি অনুসৃতির ফলে সমাজের সখ্য ঐক্য ও সাম্য-বন্ধন শিথিল হয়ে পড়েছে এবং গোটা মুসলিম জাহানে দুটী বিপরীত মুখী প্রতিক্রিয়া-শীল ভাবধারা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। মুসলিম সমাজ আজ দ্বিধা-বিভক্ত ও দুটী প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে পরিণত। এক শিবির হচ্ছে জড়বাদ মনোভাবাপন্ন শ্রেণীর আর অপর শিবির হচ্ছে তাওহীদবাদী শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণী জড়বাদকেই ইসলামের রূপে রূপায়িত করতে প্রয়াস পেয়ে থাকেন আর দ্বিতীয় শ্রেণী তাওহীদকে শেষ পর্যন্ত অদৃষ্টবাদের গণ্ডিতে কেলে তকদীরের উপর ভরসা করে বসে থাকেন। এদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, এক শ্রেণী দুনয়া সম্বন্ধে সজাগ, ধর্ম সম্বন্ধে অন্ধ আর অপর শ্রেণী ধর্ম সম্বন্ধে সজাগ, দুনয়া সম্বন্ধে অন্ধ। কিন্তু ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এ দুটোর কোনটাই নয়, এবং এমন মননশীলতা মুসলমানের কোন দিন কাম্য হতে পারে না। তবে এ অবস্থার জন্য কে দায়ী? সে আলোচনা অতি দীর্ঘ। মোটামুটী-ভাবে বলতে গেলে এ অবস্থার জন্য দায়ী বস্তুতান্ত্রিক শিক্ষাপদ্ধতি—যে শিক্ষাপদ্ধতি আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছি আমাদের ভূতপূর্ব সাদা প্রভুদের দু' শ বছর গোলামী করে।

বৃটিশ শাসনামলের মুসলিম ভারতের ইতিহাস এক দারুণ মর্মন্তুদ ইতিহাস। মুসলমানেরা এক দিকে রাজ্য হারাল; অপর দিকে তাদেরকে অর্থনীতি ও ও রাষ্ট্রনীতির দিক হতে এমন পঙ্গু করে দেওয়া হল যে তাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ল। এই মুমূর্ষ অবস্থায় তাওহীদের তলকীনের পরিবর্তে জড়-বাদের তলকীন শুরু হল। ফলে, মুসলমানদের যে অবস্থা হল ইতিহাস তার সাক্ষ্য।

পৃথিবীতে মুসলিম জাতির অভ্যুদয় হয়েছে তাওহীদের বাণী প্রচার করবার জন্য; বিশ্ববাসীকে তাওহীদের মন্ত্রণায় দীক্ষা দেবার জন্য এবং জড়বাদকে উচ্ছেদ করবার জন্য। সে বিশ্ববাসীকে তার শিক্ষা দীক্ষা দিবে, কিন্তু অপর কারও নিকট আত্মসমর্পণ করবে না। পথহারাদেরকে পথে আনার জন্য নবুওতের মশাল তার হাতে রয়েছে। সেই আলোর ছটায় বিভ্রান্ত মানব আপনা হতেই তার তামসিকতার অবস্থা বুঝতে পারবে। তাকে নবুওতের আলোকে সব কিছুকে বিচার করতে হবে, তা হলে সত্য ও অসত্য সব কিছু প্রকাশ হয়ে পড়বে। কিন্তু দুঃখের সহিত বলতে হচ্ছে যে, সব কিছুকে নবুওতের আলোকে বিচার করা ত দূরে থাক সমাজ আজ নবুওতকে জড়বাদের কষ্টিপাথরে বিচার করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। আজ মুসলিম সমাজ জড়-বাদের পদতলে আশ্রয় গ্রহণ করছে। জড়বাদের প্রতি মুসলমানদের এ আসক্তি দেখেই খৃষ্টান পাদরীগণ মুক্তকণ্ঠে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন যে, আধুনিক যুগে ইসলাম তথা তাওহীদ অচল হয়ে পড়েছে। তাওহীদ ও জড়বাদ—এ দুটোর কোনটি অচল, সে আলোচনার অবতারনা আমরা এখানে করছি না। তবে জড়বাদ অথবা ইসলাম মানুষের কি কল্যাণ সাধন করেছে সে সম্বন্ধে দুটো কথা বলব। জড়বাদের কল্যাণে মানব আজ শুধু দাসত্বকে বরণ করেনি বরং তার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে। আর তাওহীদের দাণ কি?

আঁ-হযরত (সঃ) ও তাঁর সহচর বৃন্দের খেলাফত কালের ইতিহাস আলোচনা করলেই এ প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যাবে। তাওহীদ দিয়াছিল মানবের মুক্তি। সে মুক্তি শুধু সামাজিক বা রাষ্ট্রিক মুক্তি নয়—তা পারলৌকিক মুক্তিও বটে। আজ তাওহীদে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অভাবেই বিশ্বের এ অশান্তি ও দুর্দশা। জড়বাদই ইহার জন্য সর্বতোভাবে দায়ী। বিশ্বে শান্তি ওশৃঙ্খলা বিধানের জন্য আজ তাওহীদের শিক্ষার অত্যন্ত প্রায়োজন হয়ে পড়েছে। অন্য কোন নীতি দ্বারা তা সম্ভব নয়। এক মাত্র তাওহীদেব শিক্ষাই যে এ উদ্দেশ্য সাধনে পূর্ণতা দান করতে পারে। খুলাফায়ে বাশেদুন স্বয়ং ইহার উজ্জল প্রমাণ। ধর্মনীতি, অর্থ-নীতি অধ্যায়নের জন্য তাঁরা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্পন করেন নি। তাওহীদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে উম্মী-গুরুর পদতলে বসেই তাঁরা সকল শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের অধ্যয়নের বস্তু ছিল দুটী—কুরআন ও হাদীস, অন্য কোন জ্ঞান-বিজ্ঞান তাঁরা হাতে নেন নি। তাওহীদের রাষ্ট্র-নীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতির সমপংক্তিতে জগতের অন্য কোন নীতিই দাঁড়াতে পারেনা এবং দাঁড়াবার যোগ্যও নয়—এ কথা ইতিহাস প্রমাণ করে দিয়েছে। কিন্তু আজও ত সেই কুরআন ও হাদীস বিদ্যমাণ আছে কিন্তু মুসলিম জাতি আজ কোথায়?

বস্তুতান্ত্রিক শিক্ষাপদ্ধতি মূলতঃ তাওহীদ [illegible]নী। তাই মুসলিম সমাজ তাকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করতে পারে না। ফলে. তাদের জন্য এমন এক বিশ্ববিদ্যা-লয়ের আবশ্যক যার আদর্শ ও লক্ষ্য হবে তাওহীদ। এই আদর্শকে রূপায়িত করার জন্য এবং পূর্বপাকি-স্তানের সাড়ে চার কোটী মানুষের মনের আকাঙ্খাকে রূপদান করার জন্য গত কয়েক মাস ধরে দেশের আরবী ছাত্রগণ উঠে পড়ে লেগেছেন। তাদের এ যাত্রা সফল হউক—এ কামনাই আমরা করি। তবে এর ভবিষ্যৎ স্কীম কি হবে সেটাই এখন এক প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, মিসরের জামে'উল আজহারের আদর্শ সম্মুখে রেখে এই আরবী ইউনিভারসিটীর ভিত্তি রাখাই সমীচিন হবে। জামে-আজহার তাওহীদকে ভিত্তি করে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে। ইহার ফলে তারা যে বিশ্বের দরবারে অকৃতকার্য হয়েছে এমন কথা বলা চলে না।

www.ahlehadeethbd.org

রমযানে রূহানী তরক্কী

—শাইখ আব্দুর রহীম

রমযান মাসটি জগদ্বাসীর পক্ষে একটা স্মরণীয় মাস। পূর্ব কালে যুগে যুগে আদম-সন্তানকে খাঁটি মানুষে পরিণত ক'রবার ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল এই মাসে—আর এখনও খাঁটি মানুষ হ'বার জন্য প্রত্যেক মুসলিম বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রে থাকে প্রত্যেক বছর এই মাসে। পূর্বকালে কী ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল এবং বর্তমানে মুসলিম কী বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রে থাকে তা একটু পরে ব'লছি।

রমযানে রূহানী তরক্কী সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করার আগে, রূহের অবস্থা, নফসের সাথে রূহের সম্পর্ক এবং রূহানী তরক্কীর তাৎপর্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ক'রছি।

মানুষ এক প্রকার প্রাণী বটে, কিন্তু মানুষের হাকীকাত ও আসল সত্বা অপর প্রাণীসমূহের হাকীকাত থেকে একেবারে আলাদা। প্রাণ যেমন আর সব জীবের মধ্যে র'য়েছে তেমনি মানুষের মধ্যেও প্রাণ র'য়েছে। এই প্রাণকে বলা হয় নফস। আর প্রত্যেক জীবের মধ্যে তার নফসের দোসররূপে র'য়েছে বাসনা। পানাহার, নিদ্রা-তন্দ্রা, কাম-সম্ভোগ প্রভৃতি ব্যাপারগুলো নফসের সহজাত বৃত্তি এবং এই সকল ব্যাপারে নফস তাহার বাসনা দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে থাকে। জীব মাত্রেরই মধ্যে এই নফস ও এই বাসনা বর্তমান রয়েছে। তারপর, নফসের বৃত্তিগুলো উত্তেজিত অথবা বাধাপ্রাপ্ত হ'লে নফসের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা, হিংসা, বিদ্বেষ ইত্যাদি মনোবৃত্তির উদয় হ'য়ে থাকে।

মানুষের মধ্যে প্রাণী হিসেবে র'য়েছে নফস ও বাসনা উভয়ই এবং তার নফসের মধ্যেও ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা, বিদ্বেষ প্রভৃতি মনোবৃত্তি জে'গে থাকে। কিন্তু মানুষের মধ্যে ও অপর জীবের মধ্যে তফাৎ এই যে, মানুষের মধ্যে তার বাসনাগুলোকে নিয়ন্ত্রিত ও দমিত ক'রবার জন্য যে পদার্থটি র'য়েছে অপর জীবের মধ্যে ঐ পদার্থটি নেই। পদার্থটির নাম হ'চ্ছে রূহ বা আত্মা। আরও প্রত্যেক মানুষের মধ্যে তার রূহের দোসররূপে আর একটা পদার্থ র'য়েছে। তাকে বলা হয় 'আকল বা বিবেক। বাসনার নির্দেশে, নফস যখন তার কোন প্রবৃত্তি অন্যায়ভাবে চরিতার্থ করতে উদ্যত হয় তখন রূহের হুকমে 'আকল নফসের সামনে এ'সে হাযির হয় এবং নফসকে তার ঐ প্রবৃত্তি থেকে বিরত হবার জন্য অনুরোধ জানায় ও যুক্তি প্রমাণ পেশ ক'রতে থাকে। অনন্তর, যে ক্ষেত্রে নফস 'আকলের যুক্তি মে'নে নেয় সে ক্ষেত্রে রূহের মনোমত ও বাঞ্ছিত কাজটি সম্পাদিত হয়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে নফস বিবেকের যুক্তিগুলো মানতে রাযী হয় না এবং তখন 'আকলের যুক্তিগুলোকে খণ্ডন করবার জন্য নফসের পক্ষ থেকে অহম বা বাসনা এসে হাযির হয়। ফলে, 'আকল ও অহমের মধ্যে, বিবেক ও বাসনার মধ্যে শুরু হয় কথা কাটাকাটি, তর্কাতর্কি, বাদানুবাদ ইত্যাদি। অবশেষে যে ব্যক্তির মধ্যে যে বিষয় সম্পর্কে রূহের প্রভাব আগে থেকেই অধিকতর শক্তিশালী অবস্থায় ছিল সে ব্যক্তির অহম তার বিবেকের নিকট পরাস্ত হয় এবং তার নফস তার রূহের সামনে আত্মসমর্পণ করে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তির মধ্যে যে বিষয় সম্পর্কে নফসের প্রভাব আগে থেকেই অধিকতর শক্তিশালী অবস্থায় থাকে সে ব্যক্তির অহম, নফসের সামনে বিবেকের যুক্তিগুলোকে যে ভাবে ত্রুটি-বিচ্যুতিতে পরিপূর্ণ ব'লে পেশ করে তাতে নফস কোন কোন ক্ষেত্রে 'আকলের যুক্তিগুলোকে অসম্পূর্ণ ও অপ্রামাণ্য জ্ঞান করে, অহমের যুক্তিগুলোকে নির্ভরযোগ্য ব'লে গ্রহণ করে এবং নিজ প্রবৃত্তিটি অন্যায়ভাবে চরিতার্থ ক'রতে অগ্রসর হয়।

এখানে সঙ্গতবোধে নফস সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ক'রছি।

www.ahlehadeethbd.org

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে নফসের সাথে তিনটি বিশেষণের উল্লেখ ক'রেছেন। আম্মারা বিস-সূ' বা কুকাজের আদেশকারী বিশেষণটির উল্লেখ ক'রেছেন সূরা য়ূসুফে, লাওওামা বা তিরস্কারকারী বিশেষণটির কথা ব'লেছেন সূরা আল-কিয়ামার মধ্যে এবং মুৎমায়িন্না বা নির্বিকার বিশেষণটি উল্লেখ ক'রেছেন সূরা আল্-ফজরের মধ্যে।

নফসের প্রতি এই বিশেষণগুলোর প্রয়োগ সম্পর্কে ইসলামী দর্শন শাস্ত্রবিদদের দুটো মত পাওয়া যায়। এক মত এই যে, মানুষের নফসগুলো মূলতঃ তিন প্রকার। কারও নফস আম্মারা, কারও নফস লাওওামা এবং কারও নফস মুৎমায়িন্না। দ্বিতীয় মতটি এই যে, এ গুলো যে কোন নফসের প্রতি অবস্থা বিশেষে প্রয়োজ্য হ'য়ে থাকে। যাই হোক, উভয় মত লক্ষ্য রেখে আমরা ব'লতে পারি যে,

যে নফস মূলতঃ, অথবা যে কোন নফস, যে অবস্থায় কোন অন্যায় কাজ সম্পাদন করার পরে, ঐ নফসের মধ্যে অদূর ভবিষ্যতে, কোন অনুতাপ-অনুশোচনা না আসে তবে সেই নফসকে অথবা নফসের ঐ অবস্থায় ঐ নফসকে আম্মারা বলা হবে। কিন্তু অন্যায় কাজটি সম্পাদনের পরে যদি নফসের মধ্যে অদূর ভবিষ্যতে অনুতাপ এসে ঐ নফসকে অস্থির করে তোলে তবে সেই নফসকে অথবা নফসের ঐ অবস্থায় ঐ নফসকে লাওওামা বলা হবে। আর যে নফস মূলতঃ, অথবা যে নফস যে অবস্থায় কুপ্রবৃত্তির দ্বারা আদৌ প্রভাবান্বিত না হয়ে 'আকল-বিবেকের মীমাংসা মত রূহ বা আত্মা নির্দেশ পালনে স্থির ও অটল থাকে সেই নফসকে অথবা নফসের ঐ প্রকার অবস্থায় ঐ নফসকে 'মুৎমায়িন্না' বলা হবে।

নফস মুৎমায়িন্না সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن

هدى للناس و بينت من الهدى والفرقان ٥

يايها النفس المطمئنة، ارجعى الى ربك

আখিরাতে নফস মুৎমায়িন্নাকে বলা হবে, "হে মুৎমায়িন্না নফস, তুমি সন্তুষ্ট হ'য়ে এবং (আল্লাহ তা'আলার সন্তোষ লাভ ক'রে) আমার বান্দাদের শামিল হ'য়ে আমার জান্নাতে দাখিল হও।"

কাজেই দেখা যায়, এই নফস মুৎমায়িন্না হাসিল করাই হচ্ছে মানুষের পক্ষে চরম রূহানী তরক্কী। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ও তাঁর রসূলের বিধি-নিষেধ পরিষ্কারভাবে জান্তে পারার সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিধি-নিষেধ সম্বন্ধে কোন প্রকার দ্বিরুক্তি বা আপত্তি না ক'রে তাই যথার্থ ব'লে মেনে নেয় এবং নির্বিকার-চিত্তে, অম্লান বদনে তা পালন ক'রে চলে তার নফসকে মুৎমায়িন্না বলা সঙ্গত হবে। কারণ সে আল্লার আদেশ পালন ক'রে সন্তুষ্টও থাকে এবং সে আল্লার সন্তোষ লাভেও সক্ষম হয়। আর একেই বলা হবে চরম রূহানী তরক্কী। তারপর মনের মধ্যে এই রকম ভাব আন্তে ও এই ভাবে কাজ ক'রতে যে ব্যক্তি যতখানি অভ্যস্ত, বুঝতে হবে তার ততখানি রূহানী তরক্কী হ'য়েছে।

এখন দেখা যাক, এই রূহানী তরক্কী লাভের ব্যাপারে রমযানের কতখানি দান র'য়েছে।

এ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেন,—

راضية مرضية، فادخلى فى عبادى وادخلى

جنتى ٠

"রমযান মাস—এমন একটি মাস—যে মাসে নাযিল করা হ'য়েছে আল্-কুরআন। এই আল্-কুরআন লোকদেরে ঠিক পথে চালায়, ঠিক পথের স্পষ্ট আলামত দেখায় এবং ন্যায়কে অন্যায় থেকে পৃথক ক'রে দেয়।"

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি রমযান মাসে যে সওগাত পাঠান তা হ'চ্ছে আল্-কুরআন। আল্লাহ তা'আলা আদম-সন্তানকে যত নে'মত দান ক'রেছেন তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নে'মত হচ্ছে আল্-কুরআন। কারণ আল্লার আর সব নে'মাত মূলতঃ নশ্বর দেহের পুষ্টি সাধন করে অথবা নশ্বর দেহকে আরাম আয়েশ দান ক'রে থাকে; কিন্তু আল্-কুরআন নশ্বর দেহের পালনের যাবতীয় ব্যবস্থা দান করার সঙ্গে সঙ্গে অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী রূহের সকল প্রকার কল্যাণের পথ উন্মুক্ত

www.ahlehadeethbd.org

পর। কাজেই মানুষ যে মাসে এই অমূল্য সওগাত কুরআন লাভ ক'রেছে, মানুষের ইতিহাসে সেই মাসটি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মহান তাতে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না।

তারপর, এই রমযান মাসে শুধু যে আল্-কুরআনই নাযিল হয়েছিল তা' নয়, বরং আল্লাহ তা'আলা এই মাসে আরও অনেক গ্রন্থ নাযিল ক'রেছেন। তফসীরকারগণ বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, "এই রমযান মাসের প্রথম অথবা তৃতীয় তারিখে ইবরাহীমের প্রতি সহীফাগুলি নাযিল হ'য়েছিল। আবার রমযান মাসের ৭ তারিখে মূসার প্রতি তওরাৎ, ১৩ তারিখে 'ঈসার প্রতি ইন্‌জীল ও ১৮ তারিখে দাঊদের প্রতি যবূর নাযিল হয়।"

কাজেই দেখা যায়, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এই রমযান মাসে গ্রন্থাদি দান ক'রে যে দয়া প্রকাশ ক'রেছেন তা' স্মরণ ক'রে ও তার শুকরীয়াস্বরূপ মানুষ এই মাসকে গানীমাত-জ্ঞানে, এই মাসে যথাসাধ্য নেক 'আমল সম্পাদন ক'রে রূহানী তরক্কী লাভের জন্য প্রাণপণ কোশেশ ক'রতে থাকবে।

তারপর, এই মাসে রূহানী তরক্‌কী লাভ ক'রবার জন্য মুসলিম কী ভাবে কোশেশ ক'রতে থাকবে তা'ও আল্লাহ তা'আলা দয়া ক'রে তাঁর বান্দাদেরে জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فمن شهد منكم الشهر فليصمه

"যে কেউ রমযান মাসের হিলাল-চাঁদ দেখবে তার কর্তব্য হবে এই মাস ধ'রে রোযা রাখা।"

রোযা রাখলে কী ভাবে রূহানী তরক্‌কী সম্ভব হয় তা এখন ব'ল্‌বো। এই রমযান মাসে আল্লাহ তা'আলা নিজ গ্রন্থাদি নাযিল ক'রে বান্দার প্রতি যে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র বিস্তারিত করেন সেই যোগসূত্রের সাথে নিজের যোগসূত্রকে সম্মিলিত করবার জন্য প্রত্যেক বান্দার পক্ষে যথাসাধ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্ত কর্তব্য। বান্দার পক্ষে এই যোগসূত্র মিলিত ক'রবার উপায়ও আল্লাহ তা'আলা বাতলিয়ে দিয়েছেন। তা' হচ্ছে রমযান মাসের রোযা রাখা। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে একটা চরম সত্যের সন্ধান দেন। সত্যটি এই যে, জড় জগতের সাথে মানুষ যতই জড়িত হ'তে থাকে তার ততই রূহানী অবনতি ঘটে। পক্ষান্তরে, সে নিজেকে জড় জগতের আকর্ষণ থেকে যতই বিচ্ছিন্ন, অনাসক্ত ও নির্লিপ্ত রাখতে পারে তার ততই রূহানী তরক্‌কী সাধিত হ'য়ে থাকে।

তারপর, মানুষের পক্ষে জড় জগতের দুটি আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল ও শক্তিশালী। তা হচ্ছে পানাহার ও কামসম্ভোগ। এই প্রবৃত্তি দুটির অন্যায় আকর্ষণ থেকে মানুষ মুক্ত হ'তে পারলে আর সব আকর্ষণ আপনা আপনি অন্তর্হিত হয়ে যায়। তাই আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এই ব্যবস্থা দিলেন যে, সে নিজেকে ঐ আকর্ষণ দুটো থেকে সাময়িকভাবে নিবৃত্ত রেখে নিজ রূহের মধ্যে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য ফিরিশ্‌তার খাসলাত আনয়নের চেষ্টা ক'রবে এবং নবী সঃ ব্যবস্থা দিলেন যে, অতিরিক্ত তিলাওৎ, অতিরিক্ত 'ইবাদৎ ও অতিরিক্ত দু'আ যিক্‌র ক'রে মানুষ নিজ রূহের মধ্যে ফিরিশ্‌তার সাদৃশ্য আন্‌তে কোশেশ ক'রবে। অনন্তর সে ফিরিশ্‌তাদের সাথে যোগসূত্র কায়িম করার মাধ্যমে নিজের যোগসূত্রকে আল্লার বিস্তারিত যোগসূত্রের সাথে যুক্ত করার চেষ্টা ক'রবে। এখানেই রোযার বিশেষত্ব—এই ভাবেই রোযার গুরুত্ব।

পূর্বেই ব'লেছি, আল্লাহ তা'আলার আইন গ্রন্থ আল্-কুরআনের বিধি-নিষেধ পূর্ণরূপে পালনের মধ্যে রূহানী তরক্‌কী নিহিত রয়েছে। আর আল্-কুরআনের বিধি-নিষেধ পূর্ণরূপে পালন ক'রবার জন্য যে ধৈর্য, যে সাধনা ও যে তিতিক্ষার প্রয়োজন হয় তা অর্জন করবার প্রধানতম পন্থা হচ্ছে দুটো—নমায ও রোযা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلوة

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লার বিধি-নিষেধ পূর্ণরূপে পালন ক'রে চরম রূহানী তরক্‌কী লাভের জন্য সবরের তথা রোযার এবং নমাযের আশ্রয় লও।"

এই সকল কারণে আল্লাহ তা'আলা রমযান মাসের রোযা ফরয করেন এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) এই মাসে অতিরিক্ত নফল 'ইবাদৎ, অতিরিক্ত দান-খয়রাত ও অতিরিক্ত নেক কাজ নিজে সম্পাদন করেন এবং উম্মতকে তাই ক'রতে নির্দেশ দেন।—আর এই সকল কারণেই আল্লাহ তা'আলা এই মাসে কদর-রাত্রির ব্যবস্থা করেন এবং রসূলুল্লাহ সঃ মসজিদে শেষ দশ দিবসের ই'তিকাফ পালন ক'রতে থাকেন ও উম্মতের জন্য সুন্নাৎরূপে জারী ক'রে যান।

আল্লাহ-তা'আলা আমাদেরে, আপনাদেরে এবং তামাম মুসলিমকে তাঁর মনোনীত, বাঞ্ছিত, প্রশংসনীয় পথে চ'ল্‌বার তওফীক দান করুন! আমীন!

www.ahlehadeethbd.org

হাফিয্ ইব্ন কাসীর (রহ)

—আবুল কাছেম মুহাম্মদ হোসাইন বাসুদেবপুরী

যে সমস্ত মুহাদ্দিস, মুফাস্সির ও ফকীহ ধর্মীয় বিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শিতা ও অসামান্য প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, এবং যে সকল অধিনায়ক কুরআন ও সুন্নাহ-র বিজয় নিকেতন সু-প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ইমাম হাফিয ইমাদুদ্দীন ইবন-কাসীর অন্যতম।

নাম ঃ—

তাঁহার নাম আবুল ফিদা 'ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল, কিন্তু তিনি ইব্ন-কাসীর নামে সমধিক প্রসিদ্ধ।

বংশ পরিচয় ঃ—

ইসমাঈল ইব্ন 'উমর ইব্ন কাসীর ইব্ন যাও ইবন যমা আল্-কইসী,[১] বুসরাবী, দিমাশকী।

জন্ম ও অধ্যয়ণ ঃ—

ইবন-কাসীর (রহ) সিরীয়া প্রদেশের বিখ্যাত বুসরা শহরের অন্তর্গত মজদল নামক স্থানে ৭০০ (মতান্তরে ৭০১) হিজরী সালে জন্ম গ্রহণ করেন[২]। তৎকালে তাঁহার পিতা তথাকার খতীব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যখন তাঁহার বয়স মাত্র ৩।৪ বৎসর তখন তাঁহার পিতা ৭০৩ হিজরী সালে পরলোক গমন করেন। অতঃপর তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর তাঁহার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করেন। পিতৃ-বিয়োগের তিন বৎসর পর ৭০৬ হিজরী সালে ভ্রাতার সহিত তিনি দিমাশক নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হন। এবং এখানেই তাঁহার জীবনের যাত্রাপথ আরম্ভ হয়। তিনি সহোদরের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন পূর্বক ফিক্হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে, শাইখ বুরহানুদ্দীন ইব্রাহীম ইব্ন আবদুর রহমান ফযারী (ইব্ন-ফরকাহ নামে প্রসিদ্ধ, التنبيه গ্রন্থের ভাষ্যকার, মৃঃ ৭২৯ হিঃ) এবং কামালুদ্দীন ইবন কাযী শহবার নিকট ফিকহ অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। তৎকালে এই নিয়ম ছিল যে, কোন শিক্ষার্থী কোন এক নির্দিষ্ট শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্বক দক্ষতা অর্জন মনস্থ করিলে, তাহাকে সেই শাস্ত্রের কোন এক খানি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিতে হইত। সেই হেতু তিনি শাইখ আবু ইসহাক শিরাযীর (মৃঃ ৪৭৬ হিঃ) التنبيه فى فروع الشافعيه

১। الدرر الكامنه—হাফিয ইবন হজর ও ذيل طبقات الحفاظ—আল্লামা সুয়ূতী। কিন্তু হাফিয ইবনে-ফহদ لحظ الالحاظ بذيل طبقات الحفاظ গ্রন্থে, আল্লামা নওয়াব ছিদ্দীক হাছান খাঁ ابجد العلوم গ্রন্থে এবং মুহাম্মদ ইবন আবদুর রয্যাক স্বীয় মুকদ্দিমায় القرشى লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

২। আল্লামা সুয়ূতীর ذيل تذكرة الحفاظ ও ইব্ন 'ইমাদের شذرات الذهب গ্রন্থদ্বয়ে জন্ম সন ৭০০ হিজরী লিখিত হইয়াছে। কিন্তু হাফিয আবুল মহাসিন হুসাইনী ذيل تذكرة الحفاظ গ্রন্থে এবং শওকানী البدر الطالع গ্রন্থে ৭০১ হিজরী উল্লেখ করিয়াছেন।

www.ahlehadeethbd.org

ন... গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ করিয়া ৭১৮ হিজরীতে ... শুনাইয়া দেন। উসূলুল ফিকহের গ্রন্থসমূহ তিনি আল্লামা শামসুদ্দিন মাহমুদ ইবন আবদুর রহমান ইস্পাহানীর (ইবন-হাজিবের মুখতাসার গ্রন্থের ভাষ্যকার মৃঃ ৭৪৯ হিঃ) নিকট অধ্যয়ন করেন।

হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়নকালে তিনি তৎকালীন খ্যাতনামা মুহাদ্দিসদিগের নিকট হইতে হাদীস শ্রবণ করেন। আল্লামা সূয়ূতী ذيل تذكرة الحفاظ গ্রন্থে লিখিয়াছেন, سمع الحجار والطبقة তিনি হাজ্জার[৩] এবং হাজ্জারের সমশ্রেণীর মুহাদ্দিসদের নিকট হইতে হাদীস শ্রবণ করেন।

মুহাদ্দিস হাজ্জারের সমসাময়িক যে সকল মুহাদ্দিসের নিকট ইব্ন-কাসীর হাদীস অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নিম্নোক্ত মনিষীগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১। ‘ঈসা ইব্ন আল মুত্ইম ২। বাহাউদ্দীন কাসিম ইব্ন ‘আসাকির (মৃঃ ৭২৩ হিঃ) ৪। ‘আফীফুদ্দীন ইসহাক ইব্ন য়াহ্য়া আল্‌আমদী মৃঃ ৭২৫ হিঃ) ৪। মুহাম্মদ ইব্ন যিরাদ ৫। বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম (ইবন সওয়ারদী নামে খ্যাত, মৃঃ ৭১১ হিঃ) ৬। ইবনুর রযী ৭। হাফিয মযযী ৮। হাফিয ইব্ন তাইমিয়াহ ৯। হাফিয যহবী ১০। ‘ইমাদুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আশ্‌শিরাযী (মৃঃ ৭৪৯ হিঃ)।

হাফিয ইব্ন কাসীর উপরি-উক্ত মুহাদ্দিসদের মধ্যে যাঁহার নিকট হইতে অধিকতর উপকৃত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে تهذيب الكمال গ্রন্থ প্রণেতা সিরীয়া দেশীয় মুহাদ্দিস হাফিয জামালুদ্দীন য়ূসুফ ইব্ন আবদুর রহমান মযযী শাফি‘ঈর (মৃঃ ৭৪২ হিঃ) নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হাফিয ইব্ন কাসীর পরবর্তীকালে তাঁহার কন্যার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। এই শুভ বন্ধনের কারণে তাঁহাদের সম্বন্ধ আরও সুদৃঢ় হয়। ফলে, তিনি সম্মানাস্পদ শিক্ষকের অনুগ্রহ ও শফকতে পরিপূর্ণভাবে উপকৃত হইবার সুযোগ লাভ করেন। তিনি বহুকাল যাবৎ তাঁহার খেদমতে অবস্থান পূর্বক তাঁহার রচিত تهذيب الكمال ও অন্যান্য গ্রন্থাবলী তাঁহার নিকট হইতে শ্রবণ করেন। বস্তুতঃ, তিনি তাঁহার খেদমতে থাকিয়া হাদীস অধ্যয়নে সম্পূর্ণতা অর্জন করেন। হাফিয সুয়ূতী লিখিতেছেন :—

تخرج بالمزى ولازمه وبرع

মযযীর সহিত দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া তিনি পারদর্শিতা লাভ করেন।

তিনি দীর্ঘকাল হাফিয ইবন তাইমীয়ার

৩। হাজ্জার সে যুগের বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। তাহার শিক্ষাগার পৃথিবী জুড়িয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। দূর-দূরান্তর ও দেশ-দেশান্তর হইতে তাঁহার পাঠাগারে বহু ছাত্রের সমাগম হইত এবং তাহারা তাঁহার নিকট হইতে হাদীসের সনদ গ্রহণ পূর্বক প্রত্যাবর্তন করিত। তাঁহার পূর্ণ নাম আবুল ‘আব্বাস শিহাবুদ্দীন আহমদ। কিন্তু তিনি ইবন-শাহ্না ও হাজ্জার নামে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। হাফিয ইব্ন হজর ‘আস্কালানী الدرر الكامنة গ্রন্থে এবং হাফিয শামসুদ্দীন ইব্ন তুলূন الغرف العلية فى ذيل الجوهر المضية গ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা দান করিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত দীর্ঘ জীবন পাইয়াছিলেন। দিমাশক ও অন্যান্য স্থানে তিনি সহীহ বুখারী ৭০ বারেরও অধিক পড়াইয়াছিলেন। তাঁহার ইন্তিকালের মাত্র একদিন পূর্বে মুহীবুদ্দীন ইবনুল মুহিব তাহার নিকট বুখারী আরম্ভ করেন। পর দিবস যুহর পর্যন্ত অধ্যাপনা চলিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ যুহর নমাযের পূর্বেই ৭৩০ হিজরী সালের ২৫শে সফর তারিখে হাজ্জার পরলোক গমন করেন। رحمة الله عليه

www.ahlehadeethbd.org

সাহচর্যে থাকিয়া তাঁহার নিকট হইতেও বহু বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করেন।

হাফিয ইব্‌ন হাজার লিখিয়াছেন—মিসর হইতে ইমাম দবুসী, ওয়ানী[4] এবং খুতনী[5] মুহাদ্দিসগণ তাঁহাকে হাদীস অধ্যাপনার অনুমতি দান করিয়াছিলেন।

ইমাম ইব্‌ন কাসীর হাদীস শাস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য ইসলামী শাস্ত্রে—যথা ফিক্‌হ, তফসীর, ইতিহাস আরবী সাহিত্য প্রভৃতিতেও পুর্ণ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন।

আল্লামা ইব্‌নুল-'ইমাদ হাম্বলী ইব্‌ন হাবীব হইতে উধৃত করিয়াছেন—

انتهت اليه رياسة العلم فى التاريخ والحديث والتفسير

অর্থাৎ ইতিহাস, হাদীস এবং তফসীর বিষয়ে ইলমী প্রাধান্য তাঁহার নিকট গিয়া চরমে পৌঁছিয়াছে।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আল্লামা আবুল মহাসিন জামালুদ্দীন য়ূসুফ المنهل الصافى المستوفى بعد الوافى গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

وكان له اطلاع عظيم فى الحديث والتفسير والفقه والعربية .

হাদীস, তফসীর, ফিক্‌হ এবং আরবী সাহিত্যে তাঁহার প্রভূত জ্ঞান ছিল। হাফিয আবুল মহাসীন হুসাইনী লিখিতেছেন:—

وبرع فى الفقه والتفسير والنحو وامعن النظر فى الرجال والعلل .

ফিক্‌হ, তফসীর ও ব্যাকরণে তিনি পারদর্শিতা লাভ করেন এবং হাদীসের রিজাল (বর্ণনাকারীগণ) ও হাদীসের 'ইলাল (বর্ণনা সুত্রের দোষ-ত্রুটি নির্ণয়) ব্যাপারে তাঁহার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও গভীর ছিল।

বস্তুতঃ, হাদীস শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের কারণে তিনি পরবর্তীকালে হুফ্‌ফাযুল (حفاظ الحديث) হাদীস শ্রেণীতে স্থান লাভ করেন।

ইমাম যহবী تذكرة الحفاظ গ্রন্থের পরিশিষ্টে বিশিষ্ট হাদীস অধ্যাপকগণের পরিচয় প্রদানকালে হাফিয ইবন কাসীরের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তারপর আল্লামা সুয়ূতী তাঁহার ذيل تذكرة الحفاظ গ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন এবং হাফিয আবুল মহাসিন হুসাইনীও তাঁহার সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।

কবিতা রচনাতেও ইব্‌ন কাসীর সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার কবিতা হইতে মাত্র দুইটি লাইন উধৃত করিতেছি।

تمر بنا الايام تترى وانما
نساق الى الاجال والعين تنظر

পর পর দিন অতিবাহিত হইয়া চলিতেছে, আর আমরা নিজ চক্ষে দেখিতেছি যে, আমাদিগকে মৃত্যুর দিকে চালিত করা হইতেছে।

فلا عائد ذاك الشباب الذى مضى
ولا زائل هذا المشيب المكدر

যে যৌবন অতিক্রান্ত হইয়াছে তাহা আর ফিরিবার নহে—আর এই ক্লেদযুক্ত বার্ধক্য সরিবার নহে।

ইব্‌ন কাসীরের প্রতি বিদ্বানগণের শ্রদ্ধা নিবেদন

হাফিয যহবী তদীয় ১। "আল্ মু'জামুল্ মুখতাস্" (المعجم المختص) গ্রন্থের প্রারম্ভে

৪। তাঁহার নাম হাফিয আমীনুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ওয়ানী (মৃঃ ৭৩৫ হিঃ)। হাফিয আবদুল কাদির করশী তাঁহার নিকট হাদীস অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

৫। ইনি মিসরের তদানীন্তন বিখ্যাত মুহাদ্দিস বদরুদ্দীন য়ূসুফ ইব্‌ন 'উমর খতনী। তিনি مسند البلاد المصرية মুস্‌নাদুল্ বিলাদিল্ মিসরীয়াহ উপাধিতে ভূষিত হন।

www.ahlehadeethbd.org

ইব্ন কসীর সম্বন্ধে লিখিতেছেন—

الامام المفتى المحدث البارع فقيه متقن ومفسر متقن ه

ইমাম, মুফতী, বিজ্ঞ মুহাদ্দিস, ফিক্হ শাস্ত্রবিদ, আইন-অভিজ্ঞ বিচক্ষণ তফসীরকার এবং ২। তায্কিরাতুল-হুফ্ফাযের পরিশিষ্টে লিখিয়াছেন—

الفقيه المفتى المحدث ذى الفضائل وله عناية بالرجال والمتون والفقه خرج ونظر وصنف وفسر وقدم .

তিনি ফিক্হ শাস্ত্রবিদ, মুফতী, মুহাদ্দিস ও বহু উৎকর্ষের অধিকারী। রিজাল শাস্ত্রে, হাদীসের মতনে এবং ফিক্হ শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অভিনিবেশ ছিল। তিনি হাদীসের তখরীজ (সনদ অজানা হাদীসের সনদ বাহির) করিয়াছেন, আলোচনা করিয়াছেন, গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ও কুরআন মজীদের তফসীর লিখিয়াছেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন।

হাফিয হুসাইনী তাঁহার সম্বন্ধে উক্তি করিয়াছেন الشيخ الامام العالم الحافظ المفيد البارع

হাদীসের অধ্যাপক, ইমাম, আলিম, হাদীসের হাফিয, ও'আয-নসীহতে নিপুণ। হাফেয সুয়ূতী বলিতেছেন:— الامام المحدث ذو الفضائل ইমাম, মুহাদ্দিস বহু উৎকর্ষের অধিকারী আল্লামা ইব্ন ইমাদ লিখিতেছেন—: الحافظ الكبير মহান হাফিয

হাফিয ইবনুল হাজ্জি (মৃঃ ৮১৬ হিঃ; ইবন কাসীরের খ্যাতনামা শিষ্য) স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিতেছেন—এই বলিয়া:—

احفظ من ادركناه لمتون الاحاديث واعرفهم بجرحها وعديلها وصحيحها وسقيمها وكان اقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك وما اعرف انى اجتمعت به على كثرة ترددى اليه الا واستفدت منه .

"আমরা যাঁহাদের পাইয়াছি তাঁহাদের মধ্যে তিনি হাদীসের মতন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ শ্রুতিধর এবং হাদীসের দোষ বিচারে, হাদীসের রিজাল জ্ঞানে ও সহীহ-য'ঈফ হাদীস নির্ধারণে সর্বাধিক অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক আলিমগণ ও তাঁহার উস্তাযগণ সকলেই তাঁহার এই মর্যাদার কথা স্বীকার করেন। তাঁহার নিকটে আমি বহু যাতায়াত করিয়াছি এবং আমি স্বীকার করি যে, প্রত্যেক বারেই আমি তাঁহার নিকট কোন না কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি।

হাফিয ইব্ন নাসের দিমাশ্কী الرد الوافر গ্রন্থে তাঁহার বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

الشيخ الامام العلامة الحافظ عماد الدين ثقة المحدثين عمادة المؤرخين علم المفسرين

"মুহাদ্দিসদের নির্ভর ঐতিহাসিকদের অবলম্বন, তফসীরকারদের উন্নত-ধ্বজা।"

হাফিয ইব্ন হজর 'আস্কালানী লিখিতেছেন:—

واشتغل بالحديث مطالعة فى متونه ورجاله

"তিনি হাদীসের মতন এবং রিজালের মুতালি'আ ও অধ্যয়নে মশগুল থাকিতেন।"

ঐতিহাসিকগণও হাফিয ইব্ন কসীরের স্মৃতিশক্তি এবং জ্ঞানের অপরিসীম গভীরতার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।

ইব্নুল 'ইমাদ লিখিতেছেন—

كان كثير الاستحضار قليل النسيان جيد الفهم .

"তাঁহার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। তাঁহার বিস্মরণ খুব কমই হইত। তিনি অত্যন্ত মেধাবীও ছিলেন।"

হাফিয ইব্ন কাসীর অধ্যাপনা, ফৎওা প্রদান ও গ্রন্থ রচনা কার্যে স্বীয় জীবন অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার স্বনাম খ্যাত উযতায আল্লামা হাফিয যহবীর ইন্তিকালের পর তিনি দিমাশ্কের বিখ্যাত উম্ম সালিহ ও তন্কযিয়া মাদ্রাসায় শাইখুল হাদীসের পদে অভিষিক্ত হন। তখন তিনি যথেষ্ট সময় ধরিয়া আল্লাহ তা'আলার যিকরে নিমগ্ন থাকিতেন।

ইবনে হাবীব তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

امام ذى التسبيح والتهليل

তিনি প্রফুল্ল চিত্ত, খোশ মেযাজ ও খোশ আখলাক ছিলেন। বাক্যালাপ কালে সরস ও মূল্যবান উপমা ব্যবহার করিতেন। আল্লামা ইবন হজর তাঁহার প্রশংসায় حسن الفاكهه 'উত্তম রসিক' বলিয়াছেন। (আগামীতে সমাপ্য)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রু'য়াত-হিলাল

—শাইখ আবদুর রহীম

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

আল্লাহ তা'আলা রমযান মাসের রোযা ফরয করিবার প্রসঙ্গে রু'য়াত হিলাল সম্বন্ধে বলেন:

فمن شهد منكم الشهر فليصمه

شهد শব্দের দুইটি অর্থ হয়। (এক) 'উপস্থিত রহিল'; ও (দুই) 'সাক্ষী হইল'। ইহার অর্থ 'দেখিল' নয়।

উপস্থিত থাকিলে মানুষ দেখিয়াও থাকে, শুনিয়াও থাকে। আবার দেখিবার জিনিস দেখিয়া এবং শুনিবার জিনিস শুনিয়া মানুষ যাহা উক্তি করে তাহাই সাক্ষ্য বলিয়া অভিহিত হয়। উপস্থিত থাকার সহিত যেমন কেবল মাত্র 'দর্শন করা' জড়িত থাকে না, সেইরূপ সাক্ষী হওয়াও কেবলমাত্র 'দর্শন করার' সহিত জড়িত নহে। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী তাঁহার তফসীর কবীর গ্রন্থে বলেন,

شهد اى حضر و الشهود هو الحضور

'شهد' অর্থাৎ উপস্থিত রহিল, আর "شهود" এর অর্থ উপস্থিতি। অনন্তর, এই আয়াত অংশের দুই প্রকার তাৎপর্য হইবে। (প্রথম তাৎপর্য)—তোমাদের যে কেহ নিজ দেশে বা নিজ বাড়ীতে উপস্থিত থাকিবে অর্থাৎ মুসাফির হইবে না। (দ্বিতীয় তাৎপর্য)—তোমাদের যে কেহ নিজ বুদ্ধি ও জ্ঞান দ্বারা এই মাস প্রত্যক্ষ করিবে—যেমন বলা হয় "আমি অমুকের যমানা প্রত্যক্ষ করিয়াছি"

'شهد' শব্দটির ফারসী ও কয়েকটি উর্দু তরজমা এই—

هر كس دريابد—শাহ অলীয়ুল্লাহ।

كوئى حاضر هو—শাহ রফীউদ্দীন।

كوئى پاے—শাহ 'আবদুল কাদির।

كوئى پائے—শাইখুল-হিন্দ মহমূদ হাসান।

আল্লার কালাম দ্বারা এ কথা সাবিত হয় না যে, যাহারা রমযানের হিলাল দেখিবে কেবলমাত্র তাহাদের পক্ষে রোযা ধরা ওয়াজিব হইবে আর যাহারা রমযানের হিলাল দেখিতে পাইবে না তাহাদের জন্য রোযা ধরা ওয়াজিব হইবে না।

রু'য়াত হিলাল সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ সঃ যাহা বলিয়াছেন তাহা এই:

لاتصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى روه

(متفق عليه)

অর্থাৎ "তোমরা যে পর্যন্ত রমযানের হিলাল চাঁদ না দেখ রোযা ধরিও না এবং যে পর্যন্ত শওওয়ালের হিলাল চাঁদ না দেখ রোযা ছাড়িও না।"

হাদীসটিতে 'তোমরা' বলিতে সারা দুনয়ার তামাম মুসলিম শামিল হয়। কাজেই ইহার তাৎপর্য এই হইল—সারা দুনয়ার তামাম মুসলিম সমষ্টিগতভাবে চাঁদ দেখিলে সারা দুনয়ার মুসলিমের জন্য রোযা ওয়াজিব হইবে। অর্থাৎ দুনয়ার কোনও এক প্রান্তে রমযানের হিলাল চাঁদ দেখা সাব্যস্ত হইলে দুনয়ার তামাম মুসলিমের উপরে রোযা রাখা ওয়াজিব হইবে।

তারপর ইমাম তিরমিযী নিজ হাদীসগ্রন্থে সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস রাঃ র একটি হাদীস উল্লেখ করিতে গিয়া প্রথমেই বলেন:

باب ماجاء لكل اهل بلد رؤيتهم

"প্রত্যেক শহরের অধিবাসীদের জন্য তাহাদের নিজ নিজ শহরের হিলাল দর্শন সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত আছে তাহার অধ্যায়।" তারপর তিনি রিওয়ায়াত করেন যে, কুরাইবকে উম্মুল ফযল (মদীনা হইতে) সিরীয়ায় মু'আবিয়ার নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। কুরাইব বলেন, "আমি সিরীয়া পৌঁছিয়া উম্মুল-ফযলের ফরমাইশ মত কাজ করিলাম। আমার সিরীয়াতে অবস্থানকালে রমযানের হিলাল উদিত হইল। আমরা জুম'আর রাত্রিতে হিলাল দেখিলাম।

www.ahlehadeethbd.org

তার পর রমযান মাসের শেষভাগে মদীনা পৌঁছিলাম। ইব্‌ন 'আব্বাস আমাকে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন। তারপর, রমযানের হিলালের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন, "তোমরা কখন হিলাল দেখিয়াছিলে?" আমি বলিলাম, "আমরা জুম-'আর রাত্রিতে দেখিয়াছিলাম।" তিনি বলিলেন, "তুমি নিজে কি জুমআর রাত্রিতে হিলাল দেখিয়াছিলে?" আমি বলিলাম "লোকেরা হিলাল দেখিয়া রোযা রাখিয়াছিল এবং মু'আবিয়াও রোযা রাখিয়াছিলেন।" [মুসলিমের রিওয়ায়াতে আছে.. "তুমি কি হিলাল দেখিয়াছিলে?" আমি বলিলাম, "হাঁ, (আমিও দেখিয়াছিলাম এবং) লোকেরাও দেখিয়াছিল এবং লোকেরা রোযা ধরিয়াছিল এবং মু'আবিয়াও রোযা ধরিয়াছিলেন।"] তখন ইব্‌ন 'আব্বাস বলিলেন, "আমরা কিন্তু শনিবারের রাত্রিতে হিলাল দেখিয়াছিলাম এবং সেই অনুসারেই রোযা রাখিয়া আসিতেছি। কাজেই আমরা যে পর্যন্ত শওওালের হিলাল না দেখি অথবা ত্রিশ দিন পূর্ণ না করি আমরা রোযা করিতে থাকিব।" আমি বলিলাম "আপনি কি এ সম্পর্কে মু'আবিয়ার হিলাল দর্শন ও তাঁহার রোযা রাখা যথেষ্ট বলিয়া মানিবেন না?" তিনি বলিলেন, "না,—রসূলুল্লাহ সঃ আমাদিগকে এই রকমই হুকম করিয়াছেন।"

এই হাদীস রিওয়াত করিবার পর ইমাম তিরমিযী মন্তব্য করেন, "আহল-'ইলম এই হাদীসের উপর আমল করেন—অর্থাৎ প্রত্যেক শহরের অধিবাসীদের জন্য তাহাদের নিজ শহরের হিলাল দর্শন গ্রহণযোগ্য হইবে"

'প্রথমে উল্লিখিত হাদীসটি এবং ইবন-আব্বাস রাঃ বর্ণিত হাদীস ও ইবন-আব্বাস রাঃ-র 'আমল পরস্পর বিরোধী হওয়ায় এক শহরের লোকের হিলাল দর্শন অপর শহরের অধিবাসীদের জন্য প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইবে কিনা এ সম্বন্ধে ইমামগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন।

(ক) ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীর মত—

ইমাম রাযী রহঃ তাঁহার তফসীর কবীর গ্রন্থে বলেন, "মাসটির উপস্থিতি কী ভাবে স্থিরীকৃত হইবে?" আমরা বলিব, চোখে দেখিয়া অথবা কানে শুনিয়া। চোখে দেখা সম্বন্ধে আমরা বলিব যে, কেবলমাত্র একজন লোক যদি রমযানের হিলাল চাঁদ দেখে তবে ইমাম যদি তাহার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেন তাহা হইলে যে লোকটি চাঁদ দেখিয়াছে কেবলমাত্র তাহাকেই রোযা রাখিতে হইবে। সে ছাড়া অপর কাহারও জন্য সে ক্ষেত্রে রোযা ওাজিব হইবে না। কিন্তু ইমাম যদি ঐ লোকটির সাক্ষ্য সত্য বলিয়া মানিয়া লন অথবা একাধিক লোকে যদি চাঁদ দেখে তাহা হইলে রোযা ওয়াজিব হওয়া সম্বন্ধে কোন আপত্তি উঠিতে পারে না। আর কানে শুনা সম্বন্ধে বলি যে, 'চাঁদ দেখিয়াছি' বলিয়া যদি দুইজন ধার্মিক মুসলিম সাক্ষ্য দেয় তবে ঐ সাক্ষ্য রোযা ধরা ও রোযা ছাড়া উভয় ব্যাপারেই গ্রাহ্য হইবে। আর 'চাঁদ দেখিয়াছি' বলিয়া যদি মাত্র একজন ধার্মিক মুসলিম সাক্ষ্য দেয় তবে ঐ সাক্ষ্য রোযা ধরার ব্যাপারে গ্রাহ্য হইবে কিন্তু শওওাল চাঁদের বেলায় উহা গ্রহণযোগ্য হইবে না।"

(খ) তাফছীর খাযিনের গ্রন্থকার—

তফসীর খাযিনে গ্রন্থকার شهد শব্দটির অর্থ তফসীর কবীরের অনুরূপ বর্ণনা করিবার পরে صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته 'উহা দেখিয়া রোযা ধর এবং উহা দেখিয়া রোযা ছাড়'—হাদীসটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহার পরে বলিয়াছেন, "ইহাতে কোন মতভেদ নাই যে, যে ব্যক্তি রমযানের হিলাল চাঁদ দেখে তাহার পক্ষে এবং যে ব্যক্তি উহার সংবাদ পায় তাহার পক্ষে রোযা রাখা ওাজিব হইবে।"

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, 'চাঁদ দেখিলে রোযা রাখিতে হইবে এবং চাঁদ না দেখিলে রোযা রাখিতে হইবে না' এই প্রকার উক্তি করা মূর্খতার পরিচয় এবং উহা আদৌ সঙ্গত নহে; বরং হিলাল-দর্শনের নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাইলেও রোযা রাখা ওাজিব হইবে। বস্তুতঃ অধিকাংশ মুসলিমই 'চাঁদ উঠিয়াছে' এই খবর শুনিয়াই

www.ahlehadeethbd.org

রোযা আরম্ভ করিয়া থাকে এবং মাত্র কয়েকজন লোকই স্বচক্ষে চাঁদ দেখিয়া থাকে।

(গ) **শাফি'ঈ ইমামদের মত এই ঃ**

১। ইমাম নববী বলেন, "শাফি'ঈ ইমামদের সহীহ মত এই যে, হিলাল দর্শন কোন এক স্থানে সাব্যস্ত হইলে ঐ স্থানের চতুষ্পার্শ্বস্থ যে পরিমাণ দূরত্বে নমায কসর করা যায় না ঐ এলাকার মধ্যে ঐ হিলাল দর্শন দলীলরূপে গৃহীত হইবে, তদপেক্ষা অধিক দূরত্বে ঐ হিলাল দর্শনের উপর ভিত্তি করিয়া কোন হুকম দেওয়া চলিবে না।"

২। কিন্তু ইমাম তিরমিযীর বর্ণনা অনুযায়ী বুঝা যায় যে, শাফি'ঈ মযহাবের অধিকাংশ ইমামের মত এই যে, যে শহরে হিলাল দর্শন সাব্যস্ত হইবে কেবলমাত্র ঐ শহরের অধিবাসীদের জন্য ঐ হিলাল দর্শন কার্যকরী হইবে। এক শহরের হিলাল দর্শন অপর কোনও শহরের অধিবাসীদের জন্য দলীলরূপে গণ্য হইবে না।

৩। ইমাম নববী আরও বলেন, "কোন কোন শাফি'ঈ ইমামের মতে যে সকল স্থানে একই সময়ে সূর্য অস্ত যায় সেই সকল স্থানের কোন এক স্থানে হিলাল দর্শন অপর স্থানগুলির জন্য দলীলরূপে গৃহীত হইবে।"

৪। "কোন কোন শাফি'ঈ ইমামের মতে দুনিয়ার কোন এক স্থানে হিলাল দর্শন সাব্যস্ত হইলে দুনিয়ার অন্য সকল স্থানের জন্য উহা দলীলরূপে গৃহীত হইবে। এই মতের অনুসারীগণ ইবন 'আব্বাসের উক্ত সম্বন্ধে বলেন যে, কুরাইবের উক্তি গ্রহণ না করার কারণ দূরত্ব ছিল না, বরং কারণ এই ছিল যে, কুরাইবের উক্তিটি একটি সাক্ষ্য বিশেষ এবং দুই জনের সাক্ষ্য পাওয়া না গেলে শরী'আতের হুকম সাব্যস্ত হয় না।"

(খ) তারপর **মালিকী মযহাবের মশহুর মত** এবং **হানাফী মযহাবের অধিকাংশ ইমামের মত** ৪ নং মতের অনুরূপ। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে এক স্থানে হিলাল দর্শন সাব্যস্ত হইলে ঐ হিলাল-দর্শন সারা দুনিয়ার মুসলিমদের প্রতি কার্যকরী হইবে।

৫। **কোন শহরে হিলাল-দর্শন সাব্যস্ত হইলে** ঐ শহরের পশ্চিমে অবস্থিত এলাকাসমূহে ঐ হিলাল-দর্শন দলীলরূপে গণ্য হইবে কিন্তু ঐ শহরের পূর্বে অবস্থিত এলাকা সমূহে উহা দলীলরূপে গৃহীত হইবে না।

রু'য়াত হিলাল সম্বন্ধে দলীলাদি ও মতগুলি বর্ণিত হইল।

মতগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, কোন কোন শাফি'ঈ ইমামের মতে, হানাফী মযহাবের অধিকাংশ ইমামের মতে এবং মালিকী মযহাবের মশহুর মতে এক শহরের লোকের হিলাল-দর্শন অপর যাবতীয় শহরের অধিবাসীদের জন্য আবশ্যই গ্রহণীয় হইবে। তাঁহারা لاتصوموا حتى تروا الهلال... হাদীসটিকে দলীলরূপে পেশ করিয়া থাকেন, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি।

এই মত অনুসারে পশ্চিম পাকিস্তানে যদি রমযানের হিলাল-দর্শন সাব্যস্ত হয় তবে ঐ হিলাল দর্শন পূর্বপাকিস্তানের মুসলিমদের প্রতি প্রযোজ্য হইবে; এবং তাহাদিগকে ঐ দিনই রোযা আরম্ভ করিতে হইবে। এই মত সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, ইমামদের এই মতটি কয়েক শত বছর আগে তাঁহারা দিয়া গিয়াছেন। তারপর, আপাতদৃষ্টিতে মতটি বেশ অস্পষ্ট বলিয়াও মনে হয়। কারণ তাঁহাদের এই মত অনুসারে লণ্ডনে হিলাল দর্শন সাব্যস্ত হইলে টোকিওর মুসলিমদের জন্য ঐ হিলাল-দর্শন দলীলরূপে ব্যবহৃত হইবারই কথা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের মতটির তাৎপর্য নয়—ইহা হইতেই পারে না। তাঁহারা তাঁহাদের যমানার অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই এই মত দিয়াছিলেন। যে যমানায় তাঁহারা এই ফতওয়া দিয়াছিলেন সেই যমানায় বাষ্পীয় জাহাজ, রেলগাড়ী প্রভৃতি দ্রুতগামী কোন যানবাহানও ছিল না এবং টেলিগ্রাম, টেলিফোন প্রভৃতি দ্রুত সংবাদবাহী কোন যন্ত্রাদিও ছিল না। আর এরোপ্লেন, ওয়ারলেস, রেডিও এ সব তো এই সে দিনের কথা। সে যমানায় স্থল পথে মানুষ যাতায়াত করিতে পায়ে হাটিয়া অথবা উট-ঘোড়া গাধায় চড়িয়া,

www.ahlehadeethbd.org

স্থানের নদীপথে যাতায়াত করিত নৌকার দাঁড় বাহিয়া ও পাল তুলিয়া। ফলে, তাঁহাদের মতটির তাৎপর্য এই দাঁড়ায়ঃ

'ক' শহরে যে সন্ধ্যায় রমযানের হিলাল-দর্শন সাব্যস্ত হইল, তার পরবর্তী সন্ধ্যায় 'খ' শহরে হিলাল-দর্শন সাব্যস্ত হইল। ফলে, 'ক' শহরের লোকের রোযা হইল ত্রিশটি এবং 'খ' শহরের লোকের রোযা হইল উনত্রিশটি। 'ক' শহরের হিলাল-দর্শনের সংবাদ 'খ' শহরে যদি ১লা শওয়াল ঈদের নমাযের পূর্বে পৌঁছে তবে 'খ' শহরের ইমাম এই মত অনুসারে 'ঈদ-জমা'আতে ঘোষণা করিতে পারে যে, 'খ' শহরের লোক একটি রোযা কাযা করিবে। সে কালে পথ অতিক্রম সম্বন্ধে যে ফতওয়া প্রচলিত ছিল সেই অনুসারে ৩০ দিনে প্রায় ৫০০ পাঁচ শত মাইল পথ অতিক্রম সাব্যস্ত হয়। ইহার অর্থ এই দাঁড়াইল যে, এক স্থানে রমযানের হিলাল দর্শন উহার আশে পাশে পাঁচ শত মাইল দূরবর্তী লোকালয় পর্যন্ত দলীলরূপে গৃহীত হইতে পারিত। এই হিসাবে জুল-হিজ্জার হিলাল দর্শন চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রায় দেড় শত মাইলের মধ্যে এবং শাওওালের হিলাল-দর্শন চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রায় ১৫ মাইলের মধ্যে দলীলরূপে গৃহীত হইতে পারিত।

অতএব **ইমামদের ঐ ফতওয়ার তাৎপর্য ইহা কখনই নহে যে,** লণ্ডনে হিলাল-দর্শন সাব্যস্ত হইলে টোকিওর মুসলিমদের জন্য অথবা মক্কা মু'আয্‌-যামায় হিলাল-দর্শন সাব্যস্ত হইলে উহা পূর্বপাকিস্তানের জন্য দলীলরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস বর্ণিত হাদীসটি ও তাঁহার 'আমল সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, তিনি নবী সঃ-র উক্তি হিসাবে যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা অত্যন্ত অস্পষ্ট। তিনি বলিয়াছেন, "এইরূপই নবী সঃ হুকুম করিয়াছেন—" এখানে 'এইরূপ,' শব্দটির তাৎপর্য একাধিক হইতে পারে। যথা, সিরীয়ার চাঁদ দেখা মদীনা বাসীদের জন্য গ্রহণীয় নয়—এক শহরের চাঁদ দেখা অপর শহরের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়—এত মাইল দূরের চাঁদ দেখা গ্রহণযোগ্য নয়—তোমরা চাঁদ না দেখিলে রোযা ধরিওনা ইত্যাদি। এই সব তাৎপর্যের মধ্যে আমরা হাদীস শাস্ত্রে কেবলমাত্র শেষ তাৎপর্যটিই পাইয়া থাকি, আর বাকী তাৎপর্যগুলির কোনটিও সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ সঃ-র কোন হাদীস পাওয়া যায় না। কাজেই এ কথা বলা অসঙ্গত হইবে না যে, হযরত ইবন 'আব্বাস রাঃ 'هكذا' 'এইরূপ' বলিয়া নবী সঃ-র لاتصوموا حتى تروا الهلال হাদীসটির দিকেই ইঙ্গিত করিয়াছেন। কাজেই দেখা যায়, ইহা হযরত ইবন আব্বাসের নিজস্ব অভিমত ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না।

এখন পূর্বপাকিস্তানের ও পশ্চিম পাকিস্তানের হিলাল দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

সূর্যাস্তে পশ্চিম চক্রবালের বিশেষ এক ডিগ্রীতে হিলালের অবস্থান হইলে উহার বাস্তব দর্শন সম্ভব হয়। ঐ ডিগ্রীর নীচে হিলালের অবস্থান হইলে উহা দৃষ্টিগোচর হয় না। কোন্ ডিগ্রীতে হিলালের অবস্থান হইলে উহার বাস্তব দর্শন ঘটিয়া থাকে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা সম্ভব নহে। কারণ সূর্যাস্তে পশ্চিম গগণে সূর্যের যে আভা বর্তমান থাকে তাহা প্রত্যেক সন্ধ্যায় একরূপ হয় না। কাজেই বাস্তব হিলাল দর্শন ব্যাপারে জ্যোতির্বিদের গণনা (Astronomical calculation) একেবারে অচল। অধিকন্তু, এ ক্ষেত্রে চর্ম-চক্ষু দ্বারা হিলালের বাস্তব দর্শন শর্ত রহিয়াছে।

তারপর হিলাল যে ডিগ্রীতে অবস্থান করিলে উহার বাস্তব দর্শন ঘটে সে সম্বন্ধে একটি কথা এই যে, গগন মণ্ডলে চাঁদের ১৮০ ডিগ্রী অতিক্রম করিতে ১৫ দিন লাগে—২৪ ঘণ্টায় সে অতিক্রম করে ১২ ডিগ্রী, এক ঘণ্টায় আধ ডিগ্রী। এই হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানের গগণে যে সন্ধ্যায় চাঁদ যে ডিগ্রীতে অবস্থান করে পশ্চিম পাকিস্তানে সেই দিন সন্ধ্যায় চাঁদের অবস্থান হইবে ৳ ডিগ্রী উপরে। ফলে, পশ্চিম পাকিস্তানে যে সন্ধ্যায় হিলাল দৃষ্টিগোচর হয় সেই সন্ধ্যায় পূর্ব পাকিস্তানে হিলাল দৃশ্যমান নাও হইতে পারে। পক্ষান্তরে, যে সন্ধ্যায় পূর্ব পাকিস্তানে

www.ahlehadeethbd.org

হিলাল দৃষ্টিগোচর হয় সেই দিন সন্ধ্যায় পশ্চিম পাকিস্তানে হিলাল দৃশ্যমান হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

তারপর, চাঁদের দৃশ্যমান থাকার কাল প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ৪৮ মিনিট—এক ঘণ্টায় ২ মিনিট বর্ধিত হইয়া থাকে। কাজেই পূর্ব পাকিস্তানে যে সময়ে সূর্যাস্ত হয় তাহার প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে পশ্চিম পাকিস্তানে সূর্যাস্ত হয় বলিয়া পূর্ব পাকিস্তানে যে সন্ধ্যায় চাঁদ যতক্ষণ দৃশ্যমান থাকে তদপেক্ষা তিন মিনিট অধিক্ষণ চাঁদ দৃশ্যমান থাকিবে সেই সন্ধ্যায় পশ্চিম পাকিস্তানে।

অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে হিলাল যদি ২ মিনিট দৃশ্যমান থাকে তবে ঐ সন্ধ্যায় হিলাল পশ্চিম পাকিস্তানে ৫ মিনিট ধরিয়া দৃশ্যমান থাকাই স্বাভাবিক। আর পশ্চিম পাকিস্তানে হিলাল যদি তিন মিনিট ধরিয়া দৃশ্যমান থাকে তবে ঐ সন্ধ্যায় পূর্ব পাকিস্তানে হিলাল দৃশ্যমান না হওয়াই স্বাভাবিক।

এই আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানে যদি হিলাল দৃষ্ট না হয় আর পশ্চিম পাকিস্তানে হিলাল দৃষ্ট হয় তবে পশ্চিম পাকিস্তানে হিলাল যদি ৩ মিনিট বা তার চেয়ে অল্প সময় ধরিয়া পরিদৃশ্যমান থাকে তবে সে ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানের হিলাল-দর্শন দলীলরূপে গৃহীত হইবে না। কিন্তু যদি পশ্চিম পাকিস্তানে হিলাল দর্শন পাঁচ মিনিট বা তার চেয়ে বেশী সময় ধরিয়া স্থায়ী হয় তবে ঐ হিলাল-দর্শন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য দলীলরূপে গৃহীত হইলেও হইতে পারে।

রমযানের হিলাল-দর্শন সাব্যস্ত করিবার জন্য শরী'আতে অন্ততঃপক্ষে একজন মুসলিমের সাক্ষ্য প্রয়োজন, আর রেডিও দ্বারা পরিবেশিত সংবাদটি একটি সংবাদ মাত্র—উহা সাক্ষ্য নহে। কাজেই কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়া থাকেন যে, এমত অবস্থায় রেডিও দ্বারা পরিবেশিত হিলাল-দর্শন—সংবাদে রোযা ধরা ওয়াজিব হইবে কি না?

জওয়াবের প্রথমেই জানাইয়া দিতে চাই যে, এ রকম প্রশ্ন সাধারণ মুসলিমের মনের মধ্যে উদয় হইতে পারে—কোন 'আলিমের মনে উদয় হইতে পারে না।

বিষয়টি একটি উদাহরণ দিয়া পরিষ্কার করিতেছি। কোন এক এলাকায় ৫০টি মহল্লায় এক লক্ষ লোক বাস করে। সেখানে মাত্র একজন লোক চাঁদ দেখিয়া ঐ এক লক্ষ লোকের একজন বা একাধিক প্রতিনিধির সামনে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিল। তারপর ঐ প্রতিনিধি বা প্রতিনিধিগণ তাহার সাক্ষ্য সত্য বলিয়া মানিয়া লইল এবং এক এক মহল্লায় একজন একজন করিয়া ৫০ জন লোককে ঐ ৫০টি মহল্লায় চাঁদ দেখার সংবাদ দিবার জন্য পাঠাইল। ঐ সংবাদ পাইয়া ঐ ৫০ মহল্লার তামাম মুসলিমের উপরে রোযা ধরা ওাজিব হইবে—এ সম্বন্ধে কোন 'আলিম আপত্তি করে না। ঠিক সেইরূপ পাকিস্তান সরকার হিলাল-দর্শন ব্যাপারে কোন একজন মুসলিমকে পাকিস্তানের তামাম মুসলিমের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি মনোনীত করিল এবং হিলাল-দর্শন সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ, হিলাল-দর্শন সম্বন্ধে সাক্ষাদি গ্রহণ, সাক্ষ্যাদির সত্যাসত্য নির্ধারণ ও ফয়সলা গ্রহণের দায়িত্ব-ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিল। ঐ ভারপ্রাপ্ত মুসলিম কর্মচারী সাক্ষ্যাদি গ্রহণান্তর তাঁহার ফয়সলা সরকার বরাবর পেশ করেন। তখন সরকার তাঁহার বিভিন্ন কর্মচারী দ্বারা ঐ ফয়সলার কথা রেডিও মারফতে ঘোষণা করেন।

রেডিও দ্বারা যাহা পরিবেশিত হয় তাহা সাক্ষ্য নহে—তাহা সংবাদ। এই সংবাদের মূলে থাকে সাক্ষ্য—যে সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া এই সংবাদ প্রচার করা হয়। অতএব মূলে সাক্ষ্য বর্তমান থাকার কারণে উহা সম্পূর্ণরূপে শরী'আত-সম্মত প্রমাণিত হইল।

সরকার পক্ষ হইতে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী সম্বন্ধে আমরা এই ধারণাই পোষণ করিব যে, তিনি যথাযথ সাক্ষ্য-প্রমাণ লইয়াই তাঁহার ফয়সালা দিয়াছেন এবং সেই ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া আমাদের জন্য রেডিওর ঘোষণা অনুসারে রোযা ধরা ওয়াজিব হয়। যাঁহারা রবিবার রোযা রাখেন নাই তাঁহাদিগকে ঐ রোযাটি কাযা করিতে হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সরকারের ঐ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী যদি তাঁহার দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথ পালন করিয়া না থাকেন তবে আল্লাহ তা'আলা তাহার বিচার করিবেন। সে জন্য সাধারণ মুসলিম আল্লাহ-র দরবারে দায়ী হইতে পারে না।

মীমাংসা—১। পূর্ব পাকিস্তানে হিলাল-দর্শন পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য নফীলরূপে গৃহীত হইবে; কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে হিলাল-দর্শন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য গ্রহণীয় নাও হইতে পারে।

২। হিলাল-দর্শন মস্আলাটি পূর্ব পাকিস্তানে ও পশ্চিম পাকিস্তানে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নির্ধারিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীর সুচিন্তিত অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানের হিলাল-দর্শনের সাক্ষ্য-বিচার-মীমাংসার ভার পূর্ব পাকিস্তান সরকারের হাতে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের হিলাল-দর্শন সম্পর্কিত সাক্ষ্য-বিচার ও মীমাংসার ভার পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের হাতে দেওয়াই শরী'আতের অধিকতর নিকটবর্তী।

৩। রেডিও কর্তৃক যে ভাবে হিলাল-দর্শন-সংবাদ পরিবেশিত হইতেছে তাহাতে তাহার যথার্থতা স্বীকার করিয়া তদনুযায়ী 'আমল করা মোটেই শরী'আত বিরোধী নহে।

www.ahlehadeethbd.org

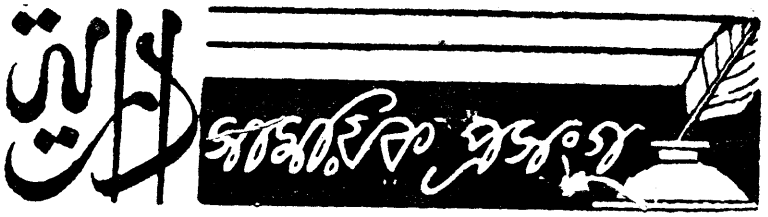

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

"যাত্রা তব হল শুরু"

যাঁর সাহায্য মাত্রকে সম্বল করে 'তর্জুমানুল হাদীস' ধীরে অথচ দৃঢ় পদবিক্ষেপে তার চলার পথের দশম মনযিল অতিক্রম করে একাদশ মনযিলের যাত্রা পথে কদম রাখতে সক্ষম হল, সর্ব প্রথম সেই রহমানুর রহীম রব্বুল আলামীনের দরগায় জানাই হাজার হামদ ও শুকুর।

তর্জুমানুল হাদীসের পাঠক মাত্রেই বিলক্ষণ অবগত আছেন যে "তর্জুমান" একখানা উচ্চাঙ্গের আদর্শবাদী পত্রিকা। ইসলামী জীবনের "বিশ্বাস" অথবা "আচরণে" কোন অংগকে বাদ না দিয়ে আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশিত পূর্ণ ও অবিভাজ্য ইসলামকে যথাযথ ভাবে বাংলাভাষী মুসলমানদের সম্মুখে তুলে ধরাই তর্জুমানুল হাদীসের লক্ষ্য ও আদর্শ। কিন্তু যে যুগে আদর্শের কথা মুখে উচ্চারণ করাই প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিচায়ক, যে যুগে উলঙ্গ ছায়াছবি ও নটনটীর বীভৎস প্রদর্শনী পত্র-পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির মান হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে যুগে তর্জুমানের মত একখানা আদর্শবাদী পত্রিকার পক্ষে টিকে থাকা যে কত দুরূহ ব্যাপার তা অনুমান সাপেক্ষ। এত সব প্রতিকূল অবস্থার বিদ্যমানতা সত্বেও তর্জুমান যে তার গ্রাহক-অনুগ্রাহক পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের সাহায্য-সহানুভূতির ফলে স্বীয় আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছে এবং আজও যে সে "বল বীর চির উন্নত মম শীর" বলে চলার পথে ধীর স্থির গতিতে এগিয়ে চলেছে তজ্জন্য আমরা নব বর্ষের শুভ যাত্রার প্রাক্কালে তর্জুমানের পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের খেদমতে জানাই মুবারকবাদ।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, আজ ইসলাম জগতের সকল স্থানে নব জাগরণের প্রভাত উদিত হয়েছে। কিন্তু এই পুলকচঞ্চল প্রভাত ইসলামের পক্ষে কতদূর মঙ্গলজনক হবে তা আজ বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। রেনেসাঁর কোলাহল মুখর প্রভাতে আজ যদি কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশিত নীতি ও জীবনাদর্শ হতবাক হয়ে থাকে, যদি প্রত্যেকটী মতবাদ ও জীবন পদ্ধতিকে বিনা বিচারে, বিনা পরীক্ষায় ও বিনা প্রমাণে অবলীলাক্রমে ইসলামী আদর্শের মঞ্চে "খোশ আমোদেদ" জ্ঞাপন করা হয়, আর সর্বোপরি, ইসলামী নীতি, মতবাদ ও জীবন পদ্ধতির স্বরূপ ও মূল্যমান সম্পর্কে স্বয়ং মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গী যদি নিদারুণভাবে অস্পষ্ট হয়ে পড়ে থাকে তা হলে এরূপ অবস্থাতে ইসলাম ও মুসলমান জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শংকিত হওয়াই স্বাভাবিক। এরূপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তর্জুমানের মত একটী আদর্শবাদী পত্রিকার অস্তিত্ব যে একান্ত প্রয়োজনীয় তা আর কাউকেও বলে দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু

www.ahlehadeethbd.org

আদর্শ ও নীতি যতই মহান, যতই শক্তিশালী হোক না কেন, উহাকে জয়যুক্ত করার জন্য ততোধিক সাধনা ও আত্মত্যাগের আবশ্যক। কোন নীতি ও আদর্শই স্বীয় বলিষ্ঠতার উপর বেশী দিন বেঁচে থাকতে সক্ষম হয় না যদি উহার পিছনে উহার ধারক ও বাহকদের সাধনা ও আত্মত্যাগ থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশঃ আমাদের সমাজে এ গুণটী দিন দিন হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে চলেছে।

প্রতি বছরের ন্যায় এবারেও তর্জুমানুল হাদীস "বর্ষ শেষে" নুতন বছরের যাত্রা শুরু করতে চলেছে। কিন্তু এবারের যাত্রার একটি বৈশিষ্ট আছে। তা হল এই যে, তর্জুমান তার একাদশ বছরের যাত্রা শুরু করছে রামাযানুল মুবারকের পবিত্র মাসে। অতএব এ যাত্রাকে আমরা শুভ-যাত্রা বলেই মনে করছি আর কবির ভাষায় বলছি ঃ

جاء الابتداء مبارك الابتداء
ويجئى الانتهاء ميمون الانتهاء

আসন্ন ঈদুল মুবারকের প্রাক্কালে আমরা তর্জুমান মারফত ইহার লেখক, পাঠক ও অনুগ্রাহক বৃন্দের খেদমতে অকুণ্ঠভাবে পবিত্র ঈদের মুবারকবাদ জ্ঞাপন করছি।

ঈদুল ফিতর ঃ

প্রত্যেক জাতিরই জাতীয় জীবনে কোন না কোন একটী উৎসবের দিন রয়েছে। মুসলমানদের জাতীয় উৎসবের দিন পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে নির্ধারিত হয়েছে মাত্র দুটী—একটী ঈদুল ফেতর আর অপরটি ঈদুল আযহা। জাতির এ উৎসবের দিন দুটীতে ধনী-নির্ধন, আমীর-ফকির, কাঙ্গল-মিসকীন কেউ যেন ঈদের খুশী থেকে বাদ না পড়ে তৎপ্রতি অতন্দ্র দৃষ্টি রেখেই ইসলাম ঈদুল আযহাতে ফকির মিসকিনদের জন্য কুরবানীর গোশতের এক ভাগ নির্দিষ্ট করেছে আর ঈদুল ফেতরে অপরিহার্য করে দিয়েছে ফেতরা প্রদান।

ফিতরার উদ্দেশ্য যেন কোনক্রমেই ব্যাহত না হয়, এ আনন্দ কোলাহল মুখর দিনে যেন জীবন যুদ্ধে পক্ষাঘাতগ্রস্ত সমাজের কোন মানুষ নিজের দুরদৃষ্টের প্রতি হাহুতাশ করার সুযোগ না পায় তজ্জন্য ইসলাম ঈদগাহের দিকে বের হবার পূর্বেই ফিতরা বিতরণের ব্যবস্থা করেছে। ঈদের তিন দিবস পূর্ব হতেই ফিতরা আদায় করার প্রমাণ পাওয়া যায়। যে সব বস্তুর মাধ্যমে ফিতরা আদা করা যেতে পারে সে সম্পর্কীয় হাদীস সমুদয় একত্রিত করলে জানা যায়, আট প্রকার খাদ্য বস্তুর নাম স্পষ্টভাবে আর এক প্রকার খাদ্য বস্তুর নাম মোটামুটীভাবে উল্লিখিত হয়েছে, যথা—খেজুর, যব, খোসাহীন যব (ছুলত) কিশমিশ, গম, পনীর, আটা ও ছাতু। আর ব্যাপক অর্থে কথিত হয়েছে তা'আম বা ভোজ্য বস্তু। এখানে একথা প্রণিধানযোগ্য যে, গমের সাহায্যে ফেতরা আদা করা জায়েয হলেও রসুলুল্লাহর (দঃ) যুগে গমের ফেতরা দেওয়া প্রমাণিত হয় নি। কারণ বুখারী ও তাহাবীর রেওয়ায়ত মারফত ইহা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয় যে, হযরত মুআববায়ার রাজত্বকাল পর্যন্ত গম সাহাবী গণের খাদ্য ছিল না। কারণ তখন পর্যন্ত উহার প্রাচুর্য ঘটেনি। অতএব যে দ্রব্য মওজুদ ছিল না, সাহাবাগণ তার সাহায্যে ফিতরা প্রদান করবেন কি করে? বুখারীর রেওয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে ঃ

وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر

আমাদের "তা'আম" ছিল যব, কিশমিশ, পনীর ও খেজুর।"—বুখারী ১ম খ, ১৭৫২

আর তাহাবীর রেওয়াতে বলা হয়েছে ঃ

صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من اقط، لانخرج غيره

এক ছা 'খেজুর, যব অথবা পনীর আঁহযরতের যুগে ফিতরা স্বরূপ বের করতাম—এ ছাড়া অন্য কিছুরই নয়।

ফিতরা সম্বন্ধে ব্যাপক অর্থে কথিত 'তাআম' শব্দটীর অর্থ কোন কোন আলেম নির্দিষ্টভাবে গম অথবা যব, কিশমিশ, পনীর ও খেজুরের মধ্যে সমাবদ্ধ করতে চেলেও উহার ব্যাপক অর্থই অধিকতর সঙ্গত। উহার ব্যাপক অর্থ হচ্ছে সকল

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রকার খাদ্য, যা খেয়ে মানুষ জীবন ধারণ করে। 'তাআমের' এ ব্যাপক অর্থ যেমন আরবী অভিধান দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে ঠিক তেমনি অধিক সংখ্যক আলেম দ্বারা সমর্থিতও হয়েছে। তা ছাড়া শরীয়তের উদ্দেশ্যের সহিত এ অর্থই সমঞ্জস; কারণ রসূলুল্লাহ (দ) বিশ্বনবী হিসেবেই দুনয়াতে আগমন করেছিলেন। তাঁর দেওয়া বিধান পৃথিবীর সব জাতি, সব দেশ ও সব সময়ের জন্য চরম বিধান হিসাবে বিশ্বমানবের হস্তে সমর্পিত হয়েছে। পৃথিবীর বুকে এরূপ বহু জাতি আছে যব বা গমের সঙ্গে যাদের কোন সম্পর্ক নেই, কিশমিশ ও পনীর হয় ত তারা চোখেও দেখে নি। এই শ্রেণীর লোকের জন্য কিশমিশ বা পনীর, খেজুর বা গমের ফিতরা দেওয়ার হুকুম দান করা কখনই সংগত নয়। আর তাআমকে ব্যাপক অর্থে অর্থাৎ "কুতুল-বালাদ" বা দেশের প্রধান খাদ্যবস্তুর অর্থে গ্রহণ করলে একদিকে যেমন ফিতরার আদেশ প্রতিপালন করা সহজসাধ্য হয় তেমনি অন্য দিকে উহার উদ্দেশ্যও সফল হয়।

এখানে একথা জেনে রাখা আবশ্যক যে, যে সব বস্তু ভোজ্য নয়—অর্থাৎ কাঁচা অবস্থায় অথবা পাক করিয়াও গলাধঃকরণ করা যায় না এবং যে সব বস্তু মানুষের প্রধান খাদ্য দ্রব্য নয় সে সব বস্তু "তাআমের" অন্তর্ভুক্ত নয়, যেমন ধান, শাক-সব্জী ডাল ইত্যাদি। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ বর্তমান যুগে এক শ্রেণীর আলেম ধানের ফিতরা দেওয়ার ফতওয়া নির্বিঘ্নে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। তাদের জেনে রাখ উচিত যে, ধান "তাআমের" অন্তর্ভুক্ত নয়। বিভিন্ন অভিধান গ্রন্থ ও সাহিত্যের প্রয়োগ দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয়। আমাদের দেশের প্রধান খাদ্য (কুতুল বালাদ) যাঁরা ধান বলতে চান তাঁদের থালায় কাঁচা বা রাঁধা ধান পরিবেশন করলে তাঁরা নিশ্চয় ধৈর্যচ্যুত হয়ে ওগুলিকে দূরে নিক্ষেপ করে দিবেন। এখন কথা হল এই যে, যে বস্তু তাঁরা নিজের থালায় পরিবেশিত দেখতে প্রস্তুত নন, ঈদের দিনে ফকিরের উদরপূর্তির জন্য তা, বিতরণ করার অনুমতি তাঁরা কি করে দিবেন?

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেছেন, ওয়াজিবের পরিবর্তে—ওয়াজিব অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর যা—যদি তা ফিতরার জন্য বের করা হয় তবেই উহা জায়েয হবে, আর ওয়াজেব অপেক্ষা যা নিকৃষ্ট তার সাহায্যে ফিতরা দিলে উহা জায়েয হবে না। এক্ষণে, ফিতরার মনসুস দ্রব্যাদি অপেক্ষা ধান উৎকৃষ্টতর হওয়া ত' দূরের কথা উহার একটিরও সমকক্ষ নয়। সুতরাং নস্ ও ক্বিয়াস উভয় দিক দিয়ে ধানের ফিতরা দেওয়া অযৌক্তিক।

ধানের ফিতরা জায়েয বলে যাঁরা অভিমত প্রকাশ করেন তাঁদেরকে অনেক সময় যব ও খুর্মার উপরে ধানকে ক্বিয়াস করতে দেখা যায়। তাঁদের বক্তব্য হল এই যে, এক সা' যব, গম ও খুর্মা হতে তুষ, খোষা বা আঁটি বের করে নিলে ওজন কম হওয়া সত্বেও তদ্বারা সদকাতুল ফিতর আদা হওয়ার ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই। রসূলুল্লাহ (দঃ) খুর্মা যব, গম, পনীর ও কিসমিসের এক সা' এবং সাধারণ আহার্যের এক সা' রমযানের ফিতরা ফরজ করেছেন। পনীর ও কিসমিসের কিছুই বর্জনীয় না হলেওঐ সবেরও এক সা' ফিতরাই নির্ধারণ করা হয়েছে, খোসাযুক্ত ও খোসাবিহিনের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় নি। অতএব যব ও খুর্মার তুষ ও আঁটি বাবদ এক সা' ওজন হতে কিছু পরিমাণ বাদ গেলে উহার দ্বারা যদি সদকাতুল-ফিতর জায়েয হয় তবে ধানের এক সা' হতে তুষ বাবদ কিছু পরিমাণ বাদ গেলে উহার দ্বারা ফিতরা জায়েয হবে না কেন?

এ প্রশ্নের উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, "মনসুস আজনাস" অর্থাৎ যে সব আহার্য সামগ্রীর কথা স্পষ্টভাবে হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে ক্বিয়াসের অবসর নেই। যব বা খুর্মার উপরে ক্বিয়াস করে ধানের ফিতরা জায়েয হতে পারে না, কারণ ধান আদৌ আহার্য সামগ্রী—"তাআম" নয়। বস্তুতঃ, আহার্য বস্তুর উপরে ক্বিয়াস করে যব বা খুর্মার ফিতরা দেওয়া হয় না, মনসুস বলেই দেওয়া হয়ে থাকে। 'তাআম' বা আহার্য সামগ্রী রূপে ফিতরা দিতে হলে এক সা' চাউল দিতে হবে—এক সা' ধান নয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পাকিস্তান আজ কোন পথে?

বিগত ২রা ফেব্রুয়ারী প্রাদেশিক পরিষদে একটী বেসরকারী প্রস্তাবের উপর আলোচনা প্রসঙ্গে পরিষদের উভয় দলীয় সদস্যগণ বর্তমানে এবং অতীতে দেশে ইসলামের নামে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় যে অনৈসলামিক কার্যকলাপ এবং অনাচার সংঘটিত হচ্ছে উহার তীব্র সমালোচনা করেন। উভয় দলের সদস্যগণ মত প্রকাশ করেন যে, পাকিস্তানের যে অবস্থা, তাতে ইহাকে ইসলামী বলে প্রচার করলেও আদপে এ কথা মনে করার উপায় নেই যে ইহা একটী ইসলামী রাষ্ট্র। এ ব্যাপারে আমরা পরিষদ সদস্যগণের সহিত সম্পূর্ণ একমত। পাকিস্তান যে আজ কোন পথে চলেছে, আমরা তা ভেবে কুল কিনারাই করতে পারছিনা। এক অতি আধুনিক খবরে প্রকাশ, পাকিস্তান কায়েম হবার সময় এই পাকভূমিতে যে পরিমাণ শরাব পান করা হত তার তুলনায় আজ উহা পাঁচ গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার ছয় শ, গেলন বিয়ার নামক শরাব তৈরী হত আর বর্তমানে উহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ৩লক্ষ ৪৫ হাজার ৩শ ৯৪ গেলনে দাঁড়িয়েছে। পাকিস্তানের বিভিন্ন গোপন অজ্ঞাতে যে শরাব তৈরী হয় তার পরিমাণ উক্ত পরিমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। বিয়ার ছাড়া অন্যান্য প্রকারের যে শরাব পাকিস্তান কায়েম হবার সময় এ দেশে তৈরী হত না এখন তাও এখানে তৈরী হচ্ছে এবং তার পরিমাণ হচ্ছে ১লক্ষ ১৭ হাজার ৭শত পাঁচ গেলন। এত, গেল দেশী শরাবের হিসাব, এখন বৈদেশিক শরাবের হিসাব শুনুন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানে ২ হাজার ৬শত ৬০ গেলন বিলাতী শরাব খরদ হত আর বর্তমানে প্রয়োজন হচ্ছে ৯২ হাজার ১শত ১০ দশ গেলনের।

শরাব নোশীর এই বিরাট তরক্কীর ইতিহাস কোন অমুসলিম রাষ্ট্রের ইতিহাস নয়। এ ইতিহাস খোদ ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের। ইসলামের নামে অর্জিত পাকিস্তানে আজ ইসলামের আইন কানুন গুলির প্রতি কি চরমভাবে উপেক্ষা প্রদর্শন হচ্ছে! জাতীয় পরিষদের সদস্যগণ দেশে ইসলামী আইন কানুন প্রবর্তিত করার জন্য সে দিন যে সব জালাময়ী বক্তৃতা প্রদান করলেন তার সবই কি ভুয়া—সবই কি স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্তে? আফসোস, এঁরা যদি অনলবর্ষী বক্তৃতা দ্বারা যশ অর্জনের পরিবর্তে আমলের দিকে একটু ঝুঁকতেন তবে একটা কাজের মত কাজ হত।

—ভেবে দেখা কর্তব্য

খবরে প্রকাশ, গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী রোজ বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার প্রাচ্যের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডাঃ মাহমুদ হুসেন পদত্যাগ করেছেন। চ্যান্সেলার গভর্ণর জনাব মুনায়েম খাঁ তাঁর পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ উসমান গণিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার নিযুক্ত করেছেন।

যে পদ হতে ডাঃ মাহমুদ হুসেন চলে গেলেন সে পদ অমরও নয় অনড়ও নয়। ইতিপূর্বে এ পদে বহু ভাইস চ্যান্সেলার এসেছেন আর চলে গেছেন। অতএব ডাঃ মাহমুদ হুসেনের চলে যাওয়াতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। কিন্তু যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি চলে গেলেন বলে শোনা যাচ্ছে তা যদি সত্য হয় তবেই উহা হবে অতীব দুঃখের কথা। খবরে প্রকাশ, ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ মাহমুদ হুসেন এক সাংবাদিকে জানান যে ছাত্রদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও অন্যান্য কতিপয় বিষয়ে সরকারী নির্দেশ পালন করতে পারবেন না বলেই নাকি তিনি পদত্যাগ পত্র দাখিল করেছেন।

এক্ষণে আমাদের কথা হচ্ছে এই যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে চির দিনই পবিত্র বলে মনে করা হয়ে থাকে। ইউনিভারসিটীর মত শিক্ষার শ্রেষ্ঠতম পাদ পীঠকে রাজনীতির আওতা হতে মুক্ত রাখাই বাঞ্ছণীয়। ছাত্র-সমস্যা সমাধানে কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতা প্রদর্শনের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষার অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য শিক্ষাবিদদের পরামর্শ গ্রহণেরও প্রয়োজন রয়েছে।

www.ahlehadeethbd.org